জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

স্পেশাল উইন্ডো

শেষ মুহূর্তে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম নথিভুক্তির জন্য স্পেশাল উইন্ডো মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। আজ, সোমবার সকাল ১১টা থেকে ৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই উইন্ডো

আবার গরম

আবহাওয়ার বদলে ফের বঞ্চিত শীতের আমেজ থেকে। বুধবার থেকে ফের পারদপতন। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ পথে নামছেন পরিবহণমন্ত্রী

মোদি-রাজ্যে ধর্ষণ ১০ বছরের নাবালিকাকে, আটক কিশোর

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৩০ ● ৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ২১ পৌষ ১৪৩১ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 230 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 6 JANUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন ■ স্বাগত জানাবেন মৎস্যজীবীদের

আজ গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রী

দেবনীল সাহা ● গঙ্গাসাগর

হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই শুরু হয়ে যাবে গঙ্গাসাগর মেলা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। আজ, সোমবার মেলার ব্যবস্থাপনা ও তোড়জোড় সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সাগর-সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো দেবেন কপিলমুনির মন্দিরে। যাবেন ভারত সেবাশ্রম সংঘেও। একইসঙ্গে রবিবার বাংলাদেশ থেকে দেশে ফেরা মৎস্যজীবীদের সঙ্গেও দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত তাঁর বিশেষ উদ্যোগেই দু'মাস পর ঘরে ফিরেছেন মৎস্যজীবীরা। তাই সাগরমেলা পরিদর্শনের পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আলোয় সেজে উঠেছে কপিলমুনির আশ্রম। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবার সাগরে মেলার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। দফায় দফায় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে বৈঠক করছেন। সোমবার দুপুর ১টায় সাগরদ্বীপে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরদ্বীপের হেলিপ্যাড থেকে সরাসরি ভারত সেবাশ্রম (এরপর ১০ পাতায়)

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই বিকাশ ভবনের চিঠি স্কুলে স্কুলে

প্রতিবেদন : প্রত্যেকটি স্কুলে পড়ুয়া ও শিক্ষকের অনুপাত কীরূপ রয়েছে, এছাড়াও শিক্ষাকর্মী কতজন রয়েছেন, কত শূন্য পদ রয়েছে এবার সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠাল শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যে স্কুল পরিদর্শকদের কাছে এই নিয়ে নির্দেশ পাঠিয়েছে বিকাশ ভবন। এরপর ডিআইদের তরফে প্রত্যেকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের স্কুলের সার্বিক চিত্র পাঠানোর জন্য। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শিক্ষক বেশি থাকলেও পড়ুয়া কম। আবার কোথাও পড়ুয়া থাকলেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। এই

পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি স্কুলের কোথায় কী অবস্থা রয়েছে তা জানতে তৎপর হয়েছে শিক্ষা দফতর। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা জানাতে বলা হয়েছে। এছাড়াও ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোন স্কুলে কত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর অনুমোদিত পদ রয়েছে এবং বর্তমানে সেই পদে কতজন আসীন রয়েছেন, কত পদই বা শূন্য হয়েছে সেই যাবতীয় তথ্য জানাতে হবে বিকাশ ভবনকে। এই যাবতীয় তথ্যগুলি স্কুলের প্রধান (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মৃত্যু

মৃত্যু? তোমায় কে ভয় পায়?
দাঁড়িয়ে থাকো শুধু দরজার গোড়ায়!
তাতে কিছু যায় আসে না।
যেখানে প্রয়োজন দেখা যায় না?
অপ্রয়োজনে আসো,
তুমি নিজেকে শুধু সবচেয়ে ভালোবাসো।

তোমার করুণা, তোমার ছলনা!
ভালোদের দাও শুধু যন্ত্রণা
নিজের চেহারা কখনো দেখো না।

অদৃশ্য তোমার চেহারা, অস্পষ্ট তোমার মুখ,
কদাকার তোমার দেহের রঙ,
কর্কশ তোমার গলা!

দূর থেকে শুধু উঁকি মারো,
হাতছানি দিয়ে ইশারা করো
তারপরেই গুমরে মরো

সর্বত্র তোমার অবাধ গতি,
তুমি হলে এক অদৃশ্য শক্তি
সাধারণের নিকট বিষাদমূর্তি।

তোমার দয়া চাই না মোরা
চাই না তোমার সান্ত্বনা
যা ইচ্ছা তুমি করতে পারো, করো না
শুধু ছলনা
মৃত্যু! তুমি কাপুরুষ নও
কেন ছলনার আশ্রয় নাও
কেন শুধু শুধু ভয় দেখাও?

কারো ভালো তোমার সহ্য হয় না
কত পরিবারকে দাও শুধু যন্ত্রণা
প্রাণ কাড়তে তোমার বুক কাঁপে না!
তুমি হয়ে গেছো অভ্যস্ত
কান্না তোমায় করে আশ্বস্ত
পরের দুঃখে হাসো তুমি খুব!

সকলকে তুমি চমকাও,
আর মনে মনে আনন্দ পাও
তোমাকে কেউ ভালোবাসে না।

কেউ বা দুঃখে, কেউ বা শোকে
বাঁচবে বলে তোমায় ডাকে
তুমি কিন্তু সাড়া দাও না।

আর যখন ওঠে আর্তনাদ,
বাঁচাও আমরা বাঁচতে চাই
তুমি তখন নির্বিকার!

হিসাবের খাতায় সংখ্যা বাড়াও
দুহাত দিয়ে প্রাণ কেড়ে নাও
তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো
সাহস কারো নেই?

তাই তো বলি সামনে দাঁড়াও!
কত প্রাণ নিয়ে খুশি হতে চাও
সাহস থাকে তো জানিয়ে দাও।
প্রতারণা করবে না, মুখ টিপে
টিপে হাসবে না
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলো
আমায় ছাড়া চলবে না।

আমি বাস্তব, আমি নিষ্ঠুর
আমি করুণ, আমি বন্ধুর
তবুও আমি মুক্তি চাই, তোমরা
আমাকে পথ দেখাও।

পূর্ব মেদিনীপুরে জোড়া সমবায়ে জয় তৃণমূলের

জয়ের পর কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস।

প্রতিবেদন : সবুজ-ঝড় উঠল পূর্ব মেদিনীপুরে। আবারও জোড়া সমবায়ে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে বিপুল জয় ছিনিয়ে নিল তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে একের পর এক সমবায় নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে তৃণমূল। সেই তালিকায় সংযুক্ত হল চণ্ডীপুরের সরিপুর ও কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের বাঘাপুর সমবায়।

রবিবার স্থানীয় সরিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে সবুজ-ঝড়ের পরই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন দলের নেতা-কর্মীরা। এই সমবায় সমিতির মোট আসন ৯টি। তার মধ্যে ৮টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বাকি একটি জিতেছে বিজেপি। এই বিপুল জয়ে জেলায় বাড়তি অক্সিজেন পাবে তৃণমূল। সমিতির (এরপর ১০ পাতায়)

বাবলা-হত্যায় চিহ্নিত মূল পান্ডা পোস্টার দিয়ে মাথার দাম ঘোষণা

প্রতিবেদন : ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার ওরফে বাবলা হত্যাকাণ্ডে জড়িত মূল পান্ডাদের চিহ্নিত করে ফেলল পুলিশ। রবিবার ছবি-সহ খুনিদের নাম জানিয়ে মাথার দাম ঘোষণা করল মালদহ জেলা পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাবলা-খুনে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারপরই গুলি চালানোয় অভিযুক্ত দুই সুপারি কিলার-সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার মূল পান্ডাদেরও চিহ্নিত করে তদন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন তদন্তকারীরা। তৃণমূল কাউন্সিলর হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন (৩০) ও বাবলু যাদব (৩১), দু'জনের নাম প্রকাশ্যে আনল পুলিশ। মালদহ জেলা পুলিশ সুপারের তরফে দুই অভিযুক্তর ছবি-সহ পোস্টার দিয়ে ২ লক্ষ টাকা করে মোট চার লক্ষ টাকা

তাদের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ২ জানুয়ারি ইংরেজবাজারের ঝলঝলিয়ার কাছে তিন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন কাউন্সিলর দুলাল সরকার। ঘটনার পরই পুলিশকে ভর্ৎসনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (এরপর ১১ পাতায়)

৮৬-র পঞ্চায়েত সদস্যা, থাকা চাই সব কর্মসূচিতে

সৌমালি বন্দ্যোপাধ্যায় ● হাওড়া

তৃণমূল কংগ্রেস অন্ত প্রাণ। দীর্ঘ যাত্রা পেরিয়ে এসেও আজও তিনি দলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। মাকড়দহের তিনবারের পঞ্চায়েত সদস্য ৮৬ বছরের বেলা চৌধুরির এখনও যাওয়া চাই দলের সব কর্মসূচিতে। তৃণমূলের কোনও কর্মসূচি থাকলেই সবার আগে হাজির তিনি। তাঁর এই

আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ দলের থেকে সম্মানিত হয়ে আপ্লুত বেলাদেবী। সেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হাওড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের এই মহিলা কর্মী। আজ ৮৬ বছরে এসেও তার অন্যথা হয়নি কোনওদিন। হাওড়ার (এরপর ১১ পাতায়)

অনুষ্ঠানমঞ্চে বেলা চৌধুরি।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯৭১ পি সি সরকার (সিনিয়র)

(১৯১৩-১৯৭১) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরো নাম প্রতুলচন্দ্র সরকার। বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর। কলকাতার ইম্পেরিয়ল রেস্তোরাঁয় সপার্ষদ হাজির হয়েছেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। অবশ্য তখন মুখ্যমন্ত্রী পদটিকেই অভিহিত করা হত প্রধানমন্ত্রী বলে। সেখানেই হাজির হয়েছেন পি সি সরকার সিনিয়র। হক সাহেবকে নিজের 'ম্যাজিক' দেখাবেন। রাজিও হলেন তিনি। জাদুকরের কথামতো, সাধারণ একটা কাগজের টুকরোয় কিছু লিখলেন। সইও করলেন। বাকি মন্ত্রীরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও তার তলায় সই করলেন। ঠিক তারপরই, চিচিং ফাঁক! জাদুকরের মন্ত্রবলে সেই সামান্য কাগজ হয়ে গেল পদত্যাগপত্র! ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রিত্ব হারালেন, আর সেই মুহূর্তের জন্য সিংহাসনে বসলেন সেই বাঙালি জাদুকর, পি সি সরকার সিনিয়র। ৯ এপ্রিল, ১৯৫৬। বিবিসি লন্ডন থেকে সম্প্রচারিত হল ১৫ মিনিটের ম্যাজিক শো। এক তরুণীকে কাটা হয়ে গেল বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে। জোড়া লাগানোর সময় জাদুকরের আন্তরিক চেষ্টাতেও তরুণী বেঁচে উঠলেন না। পি সি সরকার চোখে-মুখে এমন হাব-ভাব ফোটালেন যেন বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তরুণী আর প্রাণ ফিরে পেল না। সময় শেষ। এবার নতুন টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের প্রযোজক ভীষণ চটে গেলেন জাদুসম্রাটের ওপর। জাদুসম্রাটও এমন ভাব দেখালেন যেন খুবই অপরাধ করে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ বাদে আসল নাটক শুরু হল গোটা লন্ডন শহর এবং শহরতলি জুড়ে। এক পাকা জাদুশিল্পী খেলা দেখাতে গিয়ে প্রাণ কেড়ে নিলেন সহকারিণীর! হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সাংবাদিকেরা ব্রডকাস্টিং সেন্টারে। ঘনঘন টেলিফোন। সংবাদপত্রের অফিসে ফোন এল এত বেশি যে লন্ডন শহরে দু'ঘণ্টার জন্য টেলিফোন লাইন অচল হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন ১৯৫৬ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে লন্ডনের সমস্ত খবরের কাগজে বড় বড় করে প্রথম পাতায় বেরোল 'চিন্তা করবেন না মেয়েটা সুস্থ আছে। পুরোটাই জাদুসম্রাট পি সি সরকারের জাদুর চালাকি।' পি সি সরকার সিনিয়র জাদুবিদ্যায় কল্পনা, উদ্ভাবনীর ক্ষমতা, প্রদর্শনভঙ্গি, পরিবেশনের মূর্ছনা, জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাক, থিয়েটারের কায়দায় দৃশ্যপট, স্বদেশি কায়দায় বাজনা-সহ অভিনয়ে দক্ষ সুন্দর-সুন্দরী সহকারী-সহকারিণীর সঙ্গে আল্ট্রাভায়োলেট আলোর ব্যবহার করতেন। তিনিই প্রথম এসবের প্রবর্তক।

২০২১ আমেরিকার আইনসভা কংগ্রেসের ক্যাপিটল ভবন এদিন কার্যত কয়েক ঘণ্টা দখল করে রাখে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা। কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালীন ক্যাপিটল ভবনে তারা ঢুকে পড়লে কিছুক্ষণ অধিবেশন বন্ধ থাকে। পরে ভবন থেকে বিক্ষোভকারীদের বের করে দিয়ে আবারও শুরু হয় অধিবেশন। এই ঘটনায় চারজন মারা যায়, গ্রেফতার হয় জনা পঞ্চাশেক ব্যক্তি। এদিন ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেনেটের বৈঠক চলছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের চূড়ান্ত সিলমোহরের বিষয়টি নিয়ে। তখনই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনার পরই গোটা ক্যাপিটল বিল্ডিং চত্বর নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়।

২০০১ জর্জ বুশকে এদিন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিল মার্কিন কংগ্রেস। আইনি লড়াইয়ের শেষে এল এই স্বীকৃতি। ডেমোক্রেট দলের প্রার্থী আল গোরে ২০০০-এর নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে এই মামলা করেছিলেন।

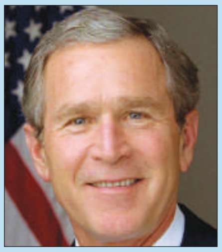

১৯৮০ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) এদিন প্রয়াত হন। জন্মও এই মাসেই, ২২ জানুয়ারি, ১৮৯৭। সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত আলোচক, গীতরচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। বাবা বিখ্যাত নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দিলীপকুমার আত্মপরিচয়ে লিখেছিলেন— "প্রেম আমার সাধন জানি,/ আমার জীবন মানি/ বন্ধনে মণিমুক্তো তারা প্রেম/ বিরহে প্রেম উদ্দীপন, মিলনে প্রেম উন্মাদন।" পুণেয় হরেকৃষ্ণ মন্দিরে তাঁর সমাধিবেদিতে উৎকীর্ণ এই পঙ্‌ক্তি।

২০২১ আমেরিকার অন্যতম প্রধান সরকারি কার্যালয় তথা আমেরিকান কংগ্রেসের সদর দফতর ক্যাপিটলে এদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের আনুষ্ঠানিক জয় ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু পরাজিত রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী তথা বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফলপ্রকাশের পর থেকেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন। অভিযোগ, নির্বাচনের ফল ঘোরাতে সেদিন হিংসা ছড়ানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মরিয়া ট্রাম্প। রিপাবলিকান সমর্থকদের উসকে দিয়ে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচনে কারচুপির জিগির তুলে সমর্থকদের উত্তেজিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হন।

পার্টির কর্মসূচি

হাওড়ার ৫০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে, ৫০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের সভাপতি সৌরভ ধাড়া, শিবপুর কেন্দ্র মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী রিনা মল্লিক, যুবনেতা দেবজিৎ মুস্তাফি সহ দলের আরও অনেকে। প্রায় ১০০ জন রক্তদান করেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৫৯

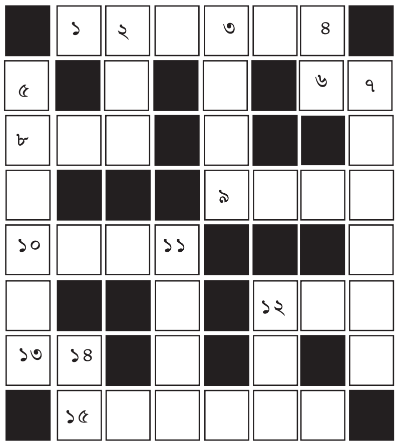

পাশাপাশি : ১. বংশনাশকারী, কুলক্ষয়ী ৬. জ্বরপীড়ার মাত্রা ৮. নিরানন্দ ৯. সনাতন আচারবিচার ১০. হস্তগত, গৃহীত ১২. কন্যা ১৩. সংগীতের রাগবিশেষ ১৫. ঘুরে বেড়ানো।

উপর-নিচ : ২. অন্ধত্ব, ছানি পড়া ৩. প্রচারক ৪. স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনীর শাখাবিশেষ ৫. লিখিতভাবে ৭. পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে মূল্য হ্রাস হওয়ার অবস্থা ১১. ভাণ্ডার, কোষ ১২. পুকুর ১৪. মাথা, মগজ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৫৮ : পাশাপাশি : ১. অবাক ৩. পদসেবা ৫. তদন্ত কমিটি ৭. রসাল ৮. কসাই ১০. আপাতমধুর ১২. খাপরেল ১৩. তস্কর। **উপর-নিচ:** ১. অনুকার ২. করতলগত ৩. পড়ন্ত ৪. বাউটি ৬. কনকরঞ্জিত ৯. ইন্দিবর ১০. আলেখ্য ১১. মহল।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

■ সোনাক্ষী সিনহা, সঙ্গে তাঁর পতি

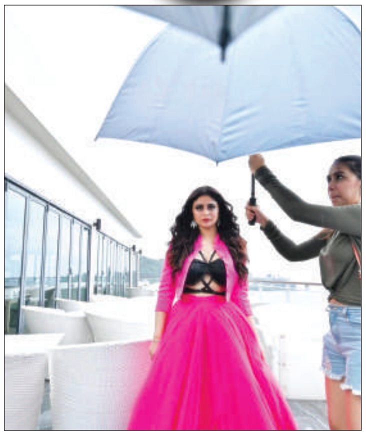

■ ঋতাভরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুয়াশার জেরে জরুরি অবতরণ। ঢাকাগামী চারটি বিমান রবিবার সকালে জরুরি অবতরণ করল দমদম বিমানবন্দরে। চারটি বিমানে ১৫০ জন যাত্রী রয়েছেন। তাঁরা সকলেই নিরাপদে

তিনমাসে ২ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রতিবেদন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বাকি টাকায় উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলল রাজ্য সরকার। বর্তমান অর্থবর্ষ শেষ হতে আর বাকি রয়েছে তিনমাস। এই তিনমাস অর্থাৎ ৩১ মার্চের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবান্নের তথ্য অনুযায়ী, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২০০০ কোটি টাকা এখনও হাতে রয়েছে রাজ্যের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করতে হবে। কী কী উন্নয়নের কাজ হবে, তা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করে দিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক জেলাকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি নবান্নে গিয়ে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক হয়, সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দেন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় উন্নয়নের কাজ সেরে ফেলতে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে যে সকল পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা মার্চের মধ্যে খরচ করতে হবে এবং কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈঠকে চড়া সুরেই নির্দেশ দেন, ৩১ মার্চের মধ্যে অনগোয়িং প্রকল্পগুলি শেষ করুন। কোনও অজুহাত আমি শুনব না। কাজই শেষ কথা। মনে রাখবেন, এটা জনগণের টাকা। সেই টাকায় জনগণের কাজই করতে হবে। ফলে কাজে গতি আনুন। অবিলম্বে কাজ শেষ করুন।

তথ্য বলছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মোট ৫,১৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল রাজ্যের জন্য। সেই টাকার মধ্যে ৩২০০ কোটি টাকার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখনও বাকি রয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজ। প্রতিটি জেলার কাজ পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দেখেন আটটি জেলা এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছে। সেই আট জেলা, যথাক্রমে— দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, দার্জিলিং, পুরুলিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে কড়া নির্দেশ দেন তিনি। রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য ৫৩০ কোটি টাকা। তারপর রয়েছে মুর্শিদাবাদ ৪৯৬ কোটি টাকা। কিন্তু এই দুই জেলাতেই সব থেকে কম কাজ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বরাদ্দকৃত ২৫২ কোটি টাকার কাজ বাকি রয়েছে। মুর্শিদাবাদে বাকি রয়েছে ২৩৭ কোটি টাকার কাজ। কাজের নিরিখে এক নম্বরে রয়েছে কোচবিহার জেলা। তারপর রয়েছে নদিয়া। দুই জেলাতেই ৭৮ শতাংশের বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে পঞ্চায়েত দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাগুলির সঙ্গে বৈঠক করে কাজে গতি আনার এবং তা ৩১ মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ করার। জেলা প্রশাসনকেও আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই তৎপর হয়ে উঠেছে জেলা প্রশাসন।

■ রবিবার বড়বাজারে লিট্টি চোখা উৎসব। উপস্থিত সুব্রত বক্সি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ। অনুষ্ঠানের আয়োজক কৃষ্ণপ্রতাপ সিং।

■ ময়দানে শহিদ মিনারের সামনে গুরু গোবিন্দ সিং-এর ৩৫৮তম জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে চাদর (রুমালা সাহিব) অর্পণ করে শুভেচ্ছা জানালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

১৫,৭৮৫ জন, চারদিনে নজির সেবাশ্রয়ে

প্রতিবেদন : রাজনীতি শুধু ক্ষমতা দখলের নয়, রাজনীতি হল সেবার প্রতিশ্রুতিও। প্রতি পদক্ষেপে তার প্রমাণ রাখছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয়। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার নিদর্শন রেখে তিনদিনে প্রায় ২৪ হাজার মানুষকে পরিষেবা দিয়েছেন সেবাশ্রয়ের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রবিবার ফের নতুন রেকর্ড তৈরি করল সেবাশ্রয়।

তৃতীয়দিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সংখ্যা একলাফে দ্বিগুণ হয়েছিল। সেই ধারা বজায় রেখে রবিবার চতুর্থ দিনেও বিগত দিনের তুলনায় বাড়ল পরিষেবা প্রদানের সংখ্যা। এদিন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা এলাকার ৪১টি শিবিরে উপস্থিতি ছিল ১৫,৭৮৫ জনের। ৮,৪৬৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। ওষুধ বিতরণ করা হয় ৮,১০৮ জনকে। ৩৬০ জনকে রেফার করা হয়েছে হাসপাতালে।

প্রথম চারদিনের উপস্থিতির সংখ্যায় নজর রাখলেই বোঝা যাবে উত্তরোত্তর বাড়ছে পরিষেবা। প্রথম তিন দিনে উপস্থিতি ছিল যথাক্রমে ৫৬৮৯, ৬৯৪৫ ও ১১৩৮৮ জন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় যথাক্রমে ৩৩৪০, ৪৩১২ ও ৭০৫৩ জনের। ওষুধ বিতরণ করা হয় ২৬০০, ৩৯৪২ ও ৬৫৩৭ জনকে। রেফার করা হয় যথাক্রমে ১৮১, ২৩৬ ও ২৫৩ জনকে। ৭৫ দিন ধরে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে মোট ৩০০টি শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই ৩০০টি শিবির থেকে ৭১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৯০টি ওয়ার্ডের প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে পারবেন দলমত নির্বিশেষে। এদিন ৭০ বছর বয়সী হোসেন মল্লিক সেবাশ্রয় শিবিরে গিয়ে স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবক ও চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জরুরি চিকিৎসা দেন। অক্সিজেন স্তর ক্রমাগত কমতে থাকলে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। জরুরি বিভাগের তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা।

আক্রান্ত রোগীকে রেফার

হার্টের সমস্যা, ৯ বছরের বালকের ফ্রি ট্রিটমেন্ট

প্রতিবেদন : সুস্বাস্থ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু হয়েছিল সেবাশ্রয়ের যাত্রা। চতুর্থ দিনে মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয়। ৯ বছরের বালকের সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ ধরা পড়েছিল। তার ফ্রি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হল। সাজারির জন্য জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালে রেফার করা হয় তাকে। এদিন শিবিরে এসে স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন ৭০ বছর বয়সী হোসেন মল্লিক। সেবাশ্রয়েই তাঁকে জরুরি চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তারপর তাঁকে জরুরি চিকিৎসার জন্য ডায়মন্ড হারবার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। সেই ব্যবস্থাও করা হয় সেবাশ্রয় শিবির থেকে।

কংগ্রেস ছেড়ে সফল একমাত্র বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : কংগ্রেস ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে দল তৈরি করে সফল হয়েছেন একমাত্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সবাই আলাদা দল করেছিলেন কংগ্রেস ছেড়ে। কিন্তু কেউই সফল হননি। রবিবার এক প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট বার্তা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের। কোনও বিতর্কের অবকাশ না রেখেই তিনি বলেন, সুভাষচন্দ্র বসু থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায়, কারও সঙ্গে তুলনা টানছি না। নেতাজি মহান দেশপ্রেমিক, প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন দল গঠন করে সফল, তাঁরা নন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল গঠন করেছিলেন বলেই আজ সিপিএমের পতন হয়েছে। বিলম্বে হলেও কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা ঐতিহাসিক ভুল ছিল কংগ্রেসের। যার প্রায়শ্চিত্ত আজও করছে কংগ্রেস। এর প্রেক্ষিতে কুণাল জানান, প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ যা বলেছেন, তা তাঁর দলের দিক থেকে বলেছেন। একথা সত্য যে, বাংলার রাজনীতিতে একক দল গড়ে সফল হয়েছে একমাত্র তৃণমূল। আদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীকৃতি না দিয়ে কংগ্রেস সেদিন যে ভুল করেছিল, তার জন্যই আজ বাংলায় সিপিএমের অপশাসনের অবসান ঘটেছে এবং উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। আর কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘর করছিল। বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদে সিপিএম-বিরোধী আন্দোলন করছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস থেকে বারবার তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছে। লাগাম টেনে ধরা হয়েছে। বাংলার মানুষ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই হাঁটতে চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেস কোণঠাসা করেছে, বহিষ্কার করেছে। তার কুফল কংগ্রেস ভুগছে। কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের স্পিরিটটাকে স্বীকৃতি দিতে ভুল করেছিল। বাংলার মানুষ তাঁর বহিষ্কারকে আদৌ সঠিকভাবে নেয়নি। সেটাই বাংলায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

■ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জনসংযোগ বাড়াতে উদ্যোগী হলেন রাজ্যের কনিষ্ঠতম বিধায়ক বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুর। জনসংযোগ বাড়াতে শনিবার কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন তৃণমূল বিধায়ক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

6 January, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চক্রান্ত করেও

রাজ্যে বিজেপির অবস্থা যে কতটা শোচনীয় তা নানা ঘটনায় বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক প্রকল্প রূপায়ণে ক্লিন বোল্ড হচ্ছে বিরোধী দলগুলি। তাই এখন মিথ্যা ভিডিও প্রকাশ্যে এনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেই মিথ্যাচারের ভিডিওগুলিকেও তৃণমূল কংগ্রেস শুধু ফাঁস করে দিচ্ছে তাই নয়, বিজেপির মুখোশ খুলে যাচ্ছে। আসলে রাজনৈতিক দিক থেকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে বিজেপি-সহ বিরোধী দলগুলি। যে বিজেপি বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে সেই বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের সার্ভে রিপোর্ট বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে গ্রামীণ অর্থনীতির হাল-হকিকত বদলে গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পগুলি গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে। মানুষের হাতে অর্থ আসায় গ্রাম বাংলার অর্থনীতির মানচিত্রটাই বদলে যাচ্ছে। বামপন্থীরা মাঝে মধ্যেই ভুয়ো বিপ্লবের কথা বলে নিজেদের ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলায় অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতেই হবে। তার কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি করা প্রকল্পগুলি এতটাই মানুষের জীবনধারণের মান পাল্টে দিচ্ছে যে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি বাংলার এই প্রকল্পগুলি নকল করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বিজেপি-সহ বিরোধীদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এখন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আসলে এটাই হল বিরোধী রাজনীতির দৈন্যদশার চিত্র। রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে নানা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বারবার তাতেও ব্যর্থ হচ্ছে বিজেপি। ধরা পড়ে যাচ্ছে। মিথ্যাচারের রাজনীতি শেষ কথা বলে না। উন্নয়ন হলে মানুষের সমর্থন যে অনায়াসেই আসে তার উদাহরণ এখন বাংলা।

ছাত্র সপ্তাহ চলছে

"যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও"। —স্বামী বিবেকানন্দ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নয়, ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী। কর্মের ও সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প আজ বিশ্ববাসীকে বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীশিক্ষায় পথ দেখাচ্ছে। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা ও তাঁর সাধারণ জীবন, তাঁর রচিত শতাধিক গ্রন্থ আজ তাঁকে শিক্ষার্থী ও সমগ্র বিশ্বের কাছে 'রোল মডেল' করে তুলেছে। বাংলার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' বাংলার সেবাধর্মের নতুন মাইলফলক। অধ্যাপক ব্রাত্য বসু মহাশয়ের প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারা বাংলার শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের করে তুলেছে।

'ছাত্র সপ্তাহ' বিদ্যালয়গুলিতে পালিত হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে তারা আনন্দিত ও আপ্লুত। মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। "আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম।" —এই 'বহন' মুক্ত শিক্ষায় তিনি চান। তাই ছাত্র সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো নিজেকে, বিদ্যালয়কে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটানো, বিভিন্ন বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা ও আগ্রহী করে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

"ওঠো জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।"— শিক্ষার্থীদের পাশে সর্বদাই বন্ধুর মতো থাকি, তাদের উৎসাহিত করি। শিক্ষকের কাজ শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মের উপযোগী করে গড়ে তোলা। আসুন, সকলে মিলে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ছাত্র সপ্তাহকে সফল করে তুলি।

— ড. সুব্রত গুহ, রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মমতাময় পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যের বিশেষ কোনও শ্রেণি বা অংশের নয়, রাজ্যবাসীর সার্বিক জীবনধারার মানোন্নয়নই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের লক্ষ্য। তাই তাঁর চিন্তায় আসে স্কুলের ছোট শিশুদের কথা, আসে সংখ্যালঘু এবং নিম্নবর্গের মানুষের কথা, নারীর স্বাবলম্বী ও স্বাধিকার চেতনার কথা, রাজ্যের লোকশিল্পী এবং থিয়েটার গ্রুপের কর্মীদের কথাও। রাজ্যবাসীর যেকোনও বঞ্চনায় সোচ্চার, রাজ্যের প্রতিটি জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে সদা জাগ্রত মহৎ মানবতাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। লিখছেন **মৃত্যুঞ্জয় পাল**

চিত্র এক : ৯ ডিসেম্বর, ২০১১। বাংলার রাজনীতিতে সবেমাত্র ঘটেছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। এমনই শীতের এক রাতে আকস্মিক শহর কলকাতা বিস্মিত হয়ে গেল শহরের অন্যতম এলিট বেসরকারি হাসপাতাল AMRI তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে। সেদিন মানুষ সম্ভবত প্রথমবার দেখলেন, ওই ভয়াবহ সময়ে উদ্ধারকাজে কোনও মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত থাকতে। ইঙ্গিত পাওয়া গেল কেবল রাজনৈতিক রঙের বদলই নয়, প্রকৃতই রাজ্যবাসীকে সুখে-দুঃখে বুকে আগলে রাখার মতো একজন কেউ মুখ্যমন্ত্রী পদে এবার আসীন হয়েছেন।

চিত্র দুই : ৩১ মার্চ, ২০১৬। তৃণমূল সরকার তখন প্রথম ৫ বছর অতিক্রম করে পুনরায় জনতার কাছে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই বিধানসভা নির্বাচনী প্রাককালীন আবহেই ব্যস্ত শহরে ভেঙে পড়ল পোস্তা উড়ালপুল। রাজনীতির কারবারিরা যখন সবেমাত্র ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছেন, তখনও রাজ্যবাসী দেখলেন রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকায় নিজে নেমে এসেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ যে তাঁকে চিনতে ভুল করেনি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার ক'মাস পরেই নির্বাচনে বৃহৎ সাফল্য।

চিত্র তিন : মার্চ, ২০২০। করোনা মহামারীর আবহে এক মুহূর্তে যেন 'সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া'। জীবনকে তুচ্ছ করে সেদিনও মানুষকে রক্ষা করতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই।

চিত্র চার : ১৬ মে, ২০২০। কোভিড আবহের ভয়াবহতার মধ্যেই রাজ্যের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল আমফান বিপর্যয়। ঝড়ের ফেনিল দাপটে যেন তছনছ হয়ে গেল গোটা রাজ্য তথা দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত অংশ। মানুষের ক্রন্দন কলরোলে যে অস্ফুট উচ্চারণ সুপ্ত ছিল, তা হল 'সব শেষ'। কিন্তু বিপর্যয় যদি ভাঙনের ইতিহাস বলে, তাহলে তার নবনির্মাণের ইতিহাসের রচয়িতার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের পর্যাপ্ত সহযোগিতা ছাড়া একা এক হাজার কোটির বিপর্যয়কে বুকে নিয়েই শুরু করলেন নতুন করে জীবন-জীবিকা-যাপনের নির্মাণযজ্ঞ।

এমন খণ্ড খণ্ড অসংখ্য চিত্র আমরা আরও অনেক লিখতে পারি। কিন্তু তার মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়, যখনই রাজ্যের কোনও অংশে বিপর্যয় নেমে এসেছে, রাজ্যবাসী বিপর্যস্ত বোধ করেছেন, সবার আগে তাঁদের কাছে, তাঁদের রক্ষাকর্ত্রী রূপে ছুটে গিয়েছেন আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অফিসে বসে ঠান্ডা ঘরের আরামে সরকার চালাননি, রাজ্য সম্পর্কে তাঁর গবেষণা 'আর্ম চেয়ার রিসার্চ' নন, তিনি স্থানে স্থানে ঘুরেছেন, দেখেছেন সেখানকার মানুষজন, তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উদার চিত্তে অনুভব করেছেন তাঁদের চাহিদাকে এবং তাঁদেরই একজন হয়ে তাঁদের সমস্যাকে দূরীকরণের প্রচেষ্টা করেছেন। সম্ভবত এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী দিক। যেকারণে এত কুৎসা, এত বিরুদ্ধ প্রচার, এত মিডিয়া ট্রায়াল, এত ইডি, সিবিআই সবাই ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁর কাছে এসে। কারণ গত প্রায় দেড় দশক সময়ে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারেবারে এইরূপে দেখে। মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভরসার স্থল হয়ে উঠেছেন তিনি। হ্যাঁ, মানুষের অভাব-অভিযোগ যেমন তাঁকে ঘিরেই আবার তাঁর কাছেই প্রত্যাশা মুশকিল আসানের। বিরোধী রাজনীতির কারবারিরা কখনওই এই হৃদয়ের সংযোগটি করে তুলতে পারেনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প আলো এনে দিয়েছে দুঃসহ অন্ধকারে থাকা প্রান্তিক মানুষের জীবনে, যারা চিরকালের অবহেলিত, শোষিত। 'কন্যাশ্রী' তো আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এনে দিয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে মা-বোনেদের আর্থিক স্বাধীনতার অধিকারে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সুযোগ। আজ বাংলায় সম্ভবত এমন কোনও ঘর নেই, যেখানে কোনও না কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পান না।

বড়দিন এবং নতুন বছরের সূচনার আবহে মনে আসে ছেলেবেলায় যেমন আমাদের সকল আস্থা বিশ্বাস, দাবি-দাওয়া, উপহারের প্রত্যাশা ঘিরে থাকত সান্তাক্লজের কাছে, আর আমাদের সান্তারূপী বাবারা সেই সকল ছোট-বড় চাওয়াকে আন্তরিকভাবে পূরণ করতেন গভীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে। পরে বুঝেছি যে কতটা ক্ষয়, কতটা ত্যাগ আর কতটা যন্ত্রণাকে চাপা দিতে হয় এই সান্তাদের তাঁদের প্রিয় সন্তানের মুখের এই হাসিটুকু দেখার জন্য। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সম্পূর্ণ রাজ্যটিই তাঁর পরিবার, রাজ্যের প্রতিটি ধর্ম, বর্ণের মানুষই তাঁর আপনজন। বাম সরকারের নানান অবিমৃশ্যকারিতা, বিপুল ঋণের বোঝা, কেন্দ্রীয় সরকারের অনবরত বঞ্চনা, রাজ্যের প্রাপ্ত অর্থটুকু থেকেও বঞ্চিত করেন রাজ্যবাসীকে; এ পরিস্থিতিতেও রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁদের নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, প্রাপ্য আর্থিক ও সামাজিক অধিকারগুলি সুনিশ্চিত রূপে ফিরিয়ে দিতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্বোক্ত চিত্রগুলি একদিকে মা-মাটি-মানুষের জন্য কল্যাণকামী কাজের দিকগুলি তুলে ধরে, তেমনই আজ কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়ে ২০০ আসনের স্বপ্ন না পূরণের শাস্তি বাংলার মানুষকে দিচ্ছে সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের ত্রাতা হয়েছেন। তিনি চাননি রাজ্যের কোনও দরিদ্র মানুষ নিজেদের মাথার উপর ছাদ, নিরাপদ আশ্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকুক। আজ 'বাংলার বাড়ি প্রকল্প'তে ১২ লক্ষ পরিবার ৬০০০০ করে টাকা পেয়েছেন, আগামী বছরে মোট ২৮ লক্ষ পরিবারের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই অর্থবর্ষেই এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। কথা দিয়ে কথা রাখার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার আর এক নজির ১০০ দিনের কাজ। রাজ্যের মেহনতি মানুষের প্রাপ্য অর্থ থেকে এই বঞ্চনা তিনি চুপ করে বসে মেনে নিতে পারেননি। তাই তো ৩ ফেব্রুয়ারিতে রেড রোডের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন, কেন্দ্র টাকা দিল ভাল, আর কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না তাঁর সরকার। সেই কথামতো রাজ্যের একুশ লক্ষ শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে রাজ্য সরকার থেকে প্রেরিত অর্থ। একইসঙ্গে রাজ্য সরকার ৫০ দিনের নিশ্চিত কাজের ঘোষণা করেছে।

আর এক বঞ্চনা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর না করা। স্বাধীনতা থেকে বারেবারে কেন্দ্রের নানান সরকারের কাছে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও দীর্ঘদিনের সমস্যার কোনও সমাধান ঘটেনি। কেন্দ্রের দায়িত্বভুক্ত এই প্রকল্প নির্মাণেরও সকল দায়ভার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন ঘাটালের মানুষের দীর্ঘকালীন যন্ত্রণাদায়ক জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার বাসনায়।

এমনই আর এক বঞ্চনা ও দায়বদ্ধতার দুটি নিদর্শন পাওয়া যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ লকডাউন করে দিয়ে যাতায়াতে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল তার ফলে যেধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তাতে রেললাইন যেমন পরিযায়ী শ্রমিকদের রক্তে রক্তাক্ত হয়েছে তেমনই ট্রেনের মধ্যে বা স্টেশনে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বুকের দুধ খেতে এক শিশুকে দেখা যায়। এমনই নানান দৃশ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থাকে ব্যক্ত করে। যখন প্রধানমন্ত্রীর নামে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প এল সেখানে ১৬৪ জেলার শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলার নাম নেই। উল্টোদিকে বাংলার বিজেপি নেতারা প্রচার করলেন যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব থেকে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজে যায়। চিত্র কিন্তু আলাদা। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা দফতর ২০২৪-এ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের গন্তব্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তেমনই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মসাথী প্রকল্প গড়ে, বর্তমানে হাজারের বেশি পরিযায়ী শ্রমিককে কাজের সংস্থান করে দেওয়া গেছে।

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রেও গত প্রায় এক যুগ সময়ে এসেছে অভূতপূর্ব বিস্তার। তৈরি হয়েছে ৫০টির উপর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিক থেকে পিএইচডি স্তর অবধি চালু হয়েছে বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপ। শিক্ষার সুযোগ আজ অনেকটাই বিস্তৃত। তারসঙ্গেই বেড়েছে কর্মসংস্থানের চাহিদা। সেই সঙ্গেই এসেছে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজনও। অতি সম্প্রতি রাজ্যে ইনফোসিসের বিনিয়োগ এল। যা চার হাজারের অধিক কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে। এসেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেমিকন্ডাকটর সংস্থা Global Foundries এর R&D ও কারখানার বিনিয়োগ। Matix Fertiliser পানাগড়ে তাদের কারখানা নির্মাণ করছে ৭৫০০+ কোটি বিনিয়োগে। সব মিলিয়ে আগামিদিনে রাজ্যের শিল্প চালচিত্রও যে উল্লেখযোগ্য উচ্চতাকে স্পর্শ করবে তা বলাই বাহুল্য।

চলন্ত গাড়ির ওপর পড়ল গাছ। ব্যাপক ক্ষতি হয় দু'টি গাড়ির। তবে কপালজোরে রক্ষা পেলেন চালক-সহ পাঁচ আরোহী। শনিবার রাতে হাজরা রোডের ঘটনা

শ্রমিকদের সুরক্ষায় বাংলা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে বামশাসিত কেরল

সংবাদদাতা, হুগলি : গোটা দেশে যখন শ্রমিকদের সুরক্ষায় কোনও ব্যবস্থা নেই সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়া নজির গড়েছেন। এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ লোক কর্মশ্রী প্রকল্পে নাম লিখিয়েছেন। ৪১ লক্ষের বেশি মানুষ ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি পরিষেবা পেয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় নবজাগরণ ঘটিয়েছেন।

রবিবার হুগলিতে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সমাবেশের সভা থেকে এভাবেই রাজ্য সরকারের শ্রমিকদরদি মনোভাবের কথা তুলে ধরলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, জুট নিয়ে কেন্দ্র

হুগলির শ্রীরামপুরে আইএনটিটিইউসির সভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাতে বাংলার জুট ইন্ডাস্ট্রি সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থায় একশো শতাংশ জুটের অর্ডার হবে ততদিন কোনও সমস্যা মিটবে না। নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে পলিজুট। জুট আর পলিয়েস্টার মিশ্রিত। মহারাষ্ট্র আর গুজরাতের সিনথেটিক লবির চাপ হচ্ছে ব্যাগগুলো যাতে জুটের না হয় তার চেষ্টা চলছে। আমাদের দাবি, সবার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জায়গায় ১০০ শতাংশ জুটের ব্যবহার করতে হবে। যাতে অন্য কোনও ব্যাগের ব্যবহার না হয়। বস্ত্রমন্ত্রী এখানে এসে যা খুশি বলতে পারেন তাতে মৌলিক সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না। পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন শুরু হলে জুট একটা বড় এজেন্ডা। সেখানে এই বিষয়গুলো উঠবে। এনিয়ে আমরা চিঠিও দেব। পার্লামেন্টে একটা বাংলার জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে শর্ট ডিসকাশন চাইব। জুটের কম ফলন যা কিছু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তুঘলকি সিদ্ধান্তেরই ফল। যার জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই শিল্প। হুগলির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সমাবেশে দাদপুরের মহেশ্বরপুর হাইস্কুল মাঠে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃত্ব।

তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে রাসবিহারীতে চন্দ্র মণ্ডল লেনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় উপস্থিত সাংসদ মালা রায়। রবিবার।

পাড়ায় পাড়ায় প্রবীণ নাগরিক ও পুরনো কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়ে বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রবিবার।

খাদি মেলায় বিক্রি বাড়ল ১৬ শতাংশ

প্রতিবেদন : রাজ্যে খাদি মেলায় বিক্রি বাড়ল ১৬ শতাংশ। খাদি পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে মাথায় রেখে এবার জেলায় জেলায় আরও বেশি করে মেলার উদ্যোগ নিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ কলকাতার তালতলা মাঠে টানা ২৩ দিন ব্যাপী চলা খাদি মেলা শেষ হল রবিবার। মেলার শেষদিন আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান বিধায়ক কল্লোল খাঁ বলেন, এবছর প্রথম ২২ দিনে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে।

সর্বোচ্চ বিক্রেতাকে পুরস্কৃত করছেন পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বিধায়ক কল্লোল খাঁ। রয়েছেন কাউন্সিলর মৌসুমী দাস।

টার্গেট ছিল ১০/১২ শতাংশ বৃদ্ধির, সেটা ১৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্যের মধ্যে এই তালতলা মাঠেই খাদির সর্বোচ্চ বিক্রি হয় বলে একে 'লক্ষ্মী মাঠ' বলেন কল্লোল খাঁ। চেয়ারম্যান আরও জানান, জেলার পাশাপাশি এবছর মাধ্যামিক পরীক্ষার পর নবান্নের অনুমতি পেলেই উত্তর কলকাতার টালা পার্কে হবে খাদি মেলা। মুখ্যয়মন্ত্রীর নির্দেশ মেনে জেলায় জেলায় খাদি মেলা ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় মেলা চলছে। আজ, সোমবার থেকে তমলুকে খাদি মেলা শুরু হচ্ছে। ১১ জানুয়ারি বোলপুরেও বড় আকারে খাদি মেলা বসছে দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার উদ্যোগে। তালতলা মাঠে খাদি মেলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের সার্বিক সহযোগিতা এবং ভূমিকারও প্রশংসা করেন কল্লোল খাঁ। মৌসুমী দাস বলেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পকে প্রতিনিয়ত প্রোমোট করছেন। সবাইকে খাদির সামগ্রী পরতে বলছেন, বাংলার মানুষও মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকারি মেলা থেকে কেনাকাটা করছেন। তাই বিক্রিও বাড়ছে।

রহস্যমৃত্যু, তদন্ত

সংবাদদাতা, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় এক ব্যবসায়ীর রহস্যমৃত্যু। শনিবার রাত থেকে তাঁর খোঁজ মিলছিল না। রবিবার সকালে নিজের গাড়ির মধ্যে থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম উত্তম সাউ (৩৮)। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা উত্তম সাউ। পেশায় চাল ব্যবসায়ী। তাঁর নিজের একটি ছোট লরিও আছে। পরিবার বলছে, বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বর্ধমানের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন উত্তম। শুক্রবার পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা হলেও শনিবার রাত থেকে আর যোগাযোগ করা যায়নি। সাধারণ ভাবে গাড়িটি আকরা নতুন পোলের কাছে ২৫৯ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে থাকে। রবিবার সকালে সেই গাড়িটির মধ্যেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

দক্ষিণে কমবে শীত, উত্তরে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : আবহাওয়ার বারবার মুড সুইংয়ের জেরে শীতের আমেজ থেকে বঞ্চিত রাজ্যবাসী। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শীতের স্পেল শুরু হতে না হতেই ফের ছন্দপতন। আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গের জন্য শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। আগামী দু'-তিনদিন হালকা বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। এরপর বুধবার থেকে ফের একবার পারদ পতন হবে। পরবর্তী দু'-তিনদিন অর্থাৎ সপ্তাহান্তে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। ফলে শীতের আমেজ থাকবে সেসময়। দক্ষিণের বেশ কিছু জেলায় কুয়াশার দাপট থাকবে। উত্তরের জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং-এ বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি তুষারপাতও হবে। কিন্তু কনকনে ঠান্ডা কবে আবার অনুভূত করতে পারবে রাজ্যবাসী সে-বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করতে পারেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

অনুপ্রেরণা মুখ্যমন্ত্রী, হেঁটেই জালিয়ানওয়ালাবাগের পথে বৃদ্ধ

সৌমেন মল্লিক • বজবজ

অনুপ্রেরণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আশীর্বাদকে পাথেয় করে নিয়েই ১৯৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছেন বজবজের ৬৪ বছরের তুর্কি অতীন হালদার। উদ্দেশ্য তাঁর একটাই, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে এই প্রজন্মের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বজবজ থেকে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তিনি। ১৯১৯ সালে কানাডা থেকে ভারতে আসা জাহাজ পাঞ্জাবিদের নিয়ে হংকংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। কিন্তু কানাডা যাওয়ার পর সে দেশের সরকার তাদের ফিরিয়ে দেয়। পাঞ্জাবিদের নিয়ে বজবজে ফিরে আসা ওই জাহাজকে পাঞ্জাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই ২৬ জনকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে ব্রিটিশরা। বজবজের কোমাগাতা মারুতে তাদের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা

জালিয়ানওয়ালাবাগের পথে অতীন হালদার।

হয়েছে। এই ইতিহাসই বর্তমান প্রজন্মকে জানাতে চান অতীনবাবু। সেই উদ্দেশ্যেই বাংলা বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের উদ্দেশ্যে হেঁটে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ৮৩০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে ফেলেছেন। তাঁর বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী, ছেলে এবং বউমা। অসীমবাবু জানান, ছাত্র জীবন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। দলনেত্রীকেই আদর্শ মেনে নিজের জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন আজ অবধি ত্যাগ করে যাচ্ছেন, তাঁকে অনুসরণ করেই আমি বেরিয়ে পড়েছি। অতীন হালদারের সঙ্গী বলতে ভারতের জাতীয় পতাকা এবং কাঁধের ব্যাগে কিছু শুকনো খাবার। পথে যাওয়ার সময় বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন ধর্মের-জাতির মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। তিনি যখন এই ইতিহাস তাঁদের জানিয়েছেন তাঁরা যেমন উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তেমনি তাঁরা উৎসাহ জুগিয়েছেন অতীনবাবুকেও। তিনি জানান, যখন তিনি গন্তব্যস্থল জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছে যাবেন তখন তাঁর জন্ম ও জীবন সার্থক হবে। এরপর আবার যখন বজবজের মাটিতে ফিরে আসবেন, সেদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করবেন পায়ে হাত দিয়ে।

প্রতারণা, ধৃত ১

প্রতিবেদন : বড় অঙ্কের প্রতারণার শিকার যাদবপুরের এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ পেয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রাজীব ঘোষ। অভিযোগ, ওই প্রতারক ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে কলেজের প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারক রাজীব ঘোষ নিজেকে ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি পরিকাঠামো উন্নয়ন করে দেবেন। তারপরই ভুয়ো নথি দেখিয়ে কাজের টেন্ডার তোলেন রাজীব। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, চুক্তিমত ১৪.৯২ কোটি টাকা রাজীবের অ্যাকাউন্টে জমা দেন তাঁরা। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বারাসতের টাকি রোডের পঞ্চতন্ত্র হাউজিং কমপ্লেক্স থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধের পচাগলা দেহ। নাম সুনীল চক্রবর্তী (৭৩)। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি ওই আবাসনেই থাকতেন

কৃষকবন্ধু প্রকল্পের কৃষকদের জন্য নয়া বিধি

ন্যূনতম ৩০ কুইন্টাল ধান কেনা এবার বাধ্যতামূলক করছে সরকার

প্রতিবেদন : রাজ্যের কৃষকবন্ধু প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চাষিদের কাছ থেকে ন্যূনতম ৩০ কুইন্টাল ধান কেনা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কৃষকের জমির পরিমাণ নির্বিশেষে এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য খাদ্য দফতর জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে। একজন চাষি সরকারের কাছে সর্বোচ্চ ৯০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু দালাল ও ফড়েদের আটকাতে অতিরিক্ত সতর্ক হতে গিয়ে ধানক্রয় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অনেক চাষির জমির পরিমাণ দেখে তাঁদের কাছ থেকে কম পরিমাণে ধান কিনছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কয়েকদিন আগে খাদ্য দফতর ধানক্রয়-সহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। বৈঠকের কার্যবিবরণীতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে ধান কেনার পরিমাণ ঠিক করা যাবে না। রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে জমির মালিক চাষি ছাড়াও নথিভুক্ত কিংবা অনথিভুক্ত ভাগচাষিরা আছেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ধান কিনে তাঁদের বেশি আয়ের ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। খুব কম পরিমাণ জমি চাষ করেন এমন চাষি যাতে অন্তত ৩০ কুইন্টাল ধান সরকারের কাছে বেচতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে জমির মালিক চাষিদের জমির পরিমাণ সরকারের কাছে নথিভুক্ত থাকে। কিন্তু ভাগচাষিদের ক্ষেত্রে এটা নাও থাকতে পারে। খাদ্য দফতরের নতুন নির্দেশে রাজ্যের ভাগচাষিরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

■ মধ্য হাওড়া কেন্দ্র যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আগামী ১২ জানুয়ারি প্রস্তাবিত বিবেক সংহতি পদযাত্রা এবং হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্রের উদ্যোগে প্রস্তাবিত যুব শোভাযাত্রার প্রস্তুতিসভা রবিবার অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার শরৎসদনে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, কৈলাস মিশ্র, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

■ বানতলা লেদার কমপ্লেক্সের ৩ নম্বর গেটে ভাঙড় ১ লেদার কমপ্লেক্সে আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে রক্তদান শিবির, কম্বল বিতরণ এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উপস্থিত ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশরাম দাস, শওকত মোল্লা প্রমুখ।

■ দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় টিবি হাসপাতালের রোগীদের শীতবস্ত্র ও ফল বিতরণে বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, সৈকত চৌধুরি-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

ধৃত তিন ডাকাত

প্রতিবেদন: ডাকাতি করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল তারা। কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় ধরা পড়ে গেল ডাকাত দল। নিক্কো পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে গ্রেফতার তিন ডাকাত। কী উদ্দেশ্যে তারা ওখানে জড়ো হয়েছিল জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। শীতকালে এই সময়টাতে নিক্কো পার্ক, ইকো পার্কে প্রচুর পর্যটক আসেন। সেক্টর ফাইভ অফিসপাড়া থেকে অনেক লোকজন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এরকম একটা জায়গা থেকে এভাবে ডাকাত ধরা পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার রাতে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশের একটি ভ্যান নিক্কো পার্কের সামনে টহল দিচ্ছিল। সেই সময় সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন তাঁরা। পুলিশের গাড়ি দেখতে পেয়ে বেশ কয়েকজন পালিয়ে যায়। পুলিশ ধাওয়া করে তিনজনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের নাম রাজু চন্দ্র(৩২), আরিফ পাইক(৪০) ও জয়দেব চক্রবর্তী(২৬)। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র, রড, দড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার তাদের বিধাননগর আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশি হেফাজতে যুবতী

প্রতিবেদন : এন্টালিতে ধৃত বাংলাদেশি যুবতীকে জেরা করে একাধিক তথ্য পেল কলকাতা পুলিশ। জেরায় ওই যুবতী স্বীকার করেছে যে তিনমাস আগে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে আসে সে। যুবতীর দাবি, বাড়িতে মা-বাবা মারধর করত তাকে। তাই কাজ খুঁজতে সীমান্ত পেরিয়ে সে ভারতে ঢুকে পড়ে। অবৈধভাবে এদেশে আসার জন্য এক আত্মীয় তাকে সাহায্য করেছিল। বসিরহাট সীমান্ত হয়ে সে এদেশে এসেছিল। পরে ওই আত্মীয় যুবতীকে মুম্বই নিয়ে যায়। সেখানে পরিচারিকার কাজ করত যুবতী। এরপর নিজের বাড়ি ফেরবার জন্য মুম্বই থেকে পালিয়ে ট্রেনে হাওড়ায় ফেরে। হাওড়া থেকে আসে শিয়ালদহে। এনআরএস হাসপাতালের সামনে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেরায় দেওয়া তথ্য এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আরও কারা জড়িত জানতে তদন্ত চলছে।

স্পেশাল উইন্ডো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের

প্রতিবেদন : শেষ মুহূর্তে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম নথিভুক্তকরণের জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডো খুলল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বেশ কিছু স্কুলের পরীক্ষার্থীদের নাম নথিভুক্ত করা হয়নি। তাদের জন্য ৬ জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার সকাল ১১টা থেকে ৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১১টা পর্যন্ত অনলাইনে স্পেশাল উইন্ডো খোলা হবে। যাদের কোনওরকম সমস্যা হয়েছে নাম নথিভুক্ত করতে তাদের জন্য এই পোর্টাল। লেট ফি দিয়ে এই অনলাইন নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে সাফ উল্লেখ করা হয়েছে, এরপরে আর কোনওভাবেই কোনওরকম সুযোগ দেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। ইতিমধ্যেই পর্ষদ ১১ দফা নির্দেশিকা জারি করেছে পরীক্ষা নিয়ে।

জাল পাসপোর্ট চক্রে ধৃত দুই

প্রতিবেদন : জাল পাসপোর্ট চক্রে হুগলি থেকে গ্রেফতার দুই। ধৃতদের নাম গণেশ চক্রবর্তী ও অনির্বাণ সামন্ত। তাদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, বর্ধমানের বাসিন্দা রিঙ্কা দাস নামে এক মহিলা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই পাসপোর্টের নথি পরীক্ষার সময় পুলিশ জানতে পারে রিঙ্কার জন্মের শংসাপত্র জাল। রিঙ্কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বর্ধমান শহরেরই স্বরূপ রায় নামে একজনের নাম সামনে আসে। এই স্বরূপকে চেপে ধরতেই বেরিয়ে আসে গণেশ চক্রবর্তী ও অনির্বাণ সামন্তর নাম। বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাদের হেফাজতে নিয়ে এই চক্রে আর কেউ জড়িত কি না জানার চেষ্টা চলছে।

আত্মঘাতী ছাত্রী

সংবাদদাতা, জীবনতলা : আর্থিক কারণে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক স্কুল ছাত্রী। জীবনতলা থানার সারেঙ্গাবাদ ইটখোলা হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। শনিবার তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর। ক্যানিং থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ওই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

■ আলোকমালায় সেজে উঠছে গঙ্গাসাগর মেলা।— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবারেই মেলা-মুডে ঝলমলে গঙ্গাসাগর

দেবনীল সাহা ● গঙ্গাসাগর

সংক্রান্তির পুণ্যস্নান আগামী ১৪ জানুয়ারি। আর আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হচ্ছে আগামী ১০ জানুয়ারি, শুক্রবার। কিন্তু ইতিমধ্যেই সাগরে উৎসবের আবহ। কচুবেড়িয়া থেকে শুরু করে কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত, সর্বত্রই সাজসাজ রব। আলোর রোশনাইয়ে সাজানো মন্দির চত্বরে ইতিমধ্যেই আনাগোনা শুরু হয়েছে পুণ্যার্থীদের। রবিবার থেকে শীতের কামড় বসলেও সাগরমেলার উন্মাদনায় কোনও খামতি নেই।

মেলার প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। মন্দির চত্বর থেকে সাগরপাড় পর্যন্ত রাস্তার ধারে মেলা বসতেও শুরু করেছে। সাগরপাড়ে কয়েকশো অস্থায়ী শিবির, রাস্তার কাজ অধিকাংশই প্রায় শেষ। বাকিও মিটবে একরাতের মধ্যেই। চলছে ক্রমাগত মাইকিং। মন্দির চত্বরে জায়ান্ট এলইডি স্ক্রিনে চলছে বিগত বছরের সাগরমেলা, দুর্গাপুজো কার্নিভাল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন উৎসবের টুকরো ছবি। জেলা প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বর। রয়েছে আধাসামরিক বাহিনীও। চলছে ড্রোন নজরদারি।

আগামী শুক্রবার থেকেই আর তিলধারণের জায়গা থাকবে না কপিলমুনির মন্দির চত্বরে। দেশ-বিদেশের কয়েকলক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমাবেন সাগরে। তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ রমরমিয়ে সাগরমেলা শুরুর আগেই সপরিবারে সাগর-সফর সেরে ফেলছেন। অকপট প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে। বলছেন, তৃণমূল সরকারের আমলে গঙ্গাসাগরের যে ব্যবস্থাপনা হয়েছে, তা এক কথায় অতুলনীয়! সব মিলিয়ে রবিবাসরীয় সন্ধ্যার কুয়াশামাখা সাগরের মেজাজ বলে দিচ্ছে, সংক্রান্তি আর দূরে নয়।

শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের টোপ দিয়ে প্রতারণা, ধৃত ২

প্রতিবেদন : শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করলেই মিলবে বিপুল টাকা। এই টোপ দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল একটি চক্র। সেই চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা খোয়ালেন বিধাননগরের বাসিন্দা এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করল বিধাননগর পুলিশ। ধৃতদের নাম পীযূষ আগরওয়াল ও শ্যাম আগরওয়াল। অভিযোগ, এই দু'জনই প্রচুর লাভের টোপ দিয়ে অভিযোগকারী মলয় রায়ের কাছ থেকে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। তারপরই পুলিশ প্রতারকদের গ্রেফতার করে। অভিযোগ, ধৃতেরা শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের নাম করে মলয়ের কাছে থেকে ২৪ লক্ষ টাকা নেয়। কিন্তু কিছুই ফেরত দেননি। এরপর গত ৪ জানুয়ারি মলয় রায় বিধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত ধৃতদের সঙ্গে পরিচয় হয় মলয়ের। তাঁকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করা হয়। সেই গ্রুপে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের টিপস দেওয়া হত। তাতেই উৎসাহিত হয়ে প্রতারকদের ২৪ লক্ষ টাকা দেন মলয় রায়। ধৃতেরা একটি জাল ওয়েবসাইটও তৈরি করে। তদন্তে নেমে কলকাতা ও হুগলির একাধিক জায়গায় হানা দিয়ে পীযূষ এবং শ্যামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই চক্রে আরও কারা যুক্ত এখন তা জানতে ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাটি খুঁড়তে মিলল প্রাচীন দেওয়াল, ইট। কুমারগঞ্জের গ্রামে খননের দাবি ইতিহাসবিদদের। ঘটনা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ছড়িয়েছে

বিজেপি ছেড়ে ৫৩ পরিবারের তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। দলে সমন্বয়ের অভাব। উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা নেই। ভাঁওতা দিয়ে ভোট আত্মসাৎ-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে এবার বিজেপি ছাড়ল জলপাইগুড়ির ৫৩ পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতে যোগদানকারীরা হাতে তুলে নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা। রবিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং-সহ তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই বিশাল যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি ছেড়ে যোগদানকারীরা বলেন,

■ যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন নির্মলচন্দ্র রায়।

বিজেপি দল দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন ওই দলে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে। কোনওরকম উন্নয়ন নেই। দলীয় কর্মীদেরও কোনও নিরাপত্তা নেই দলে। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে মানুষের পাশে থাকতেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। তৃণমূলের হাত ধরে যেভাবে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে আমরাও এই উন্নয়নে শামিল হতে চাই। এছাড়া দলের ওপরতলার কর্মীরা দলের নিচুতলার কর্মীদের কোনও খোঁজখবরই রাখেন না। দল আমাদের আপদ-বিপদেও পাশে দাঁড়ায় না। এই কারণেই আজ আমরা ৫৩টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করি।

বাইসনের হানায় মৃত্যু

■ ফের একবার বাইসনের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ডুয়ার্সে। রবিবার বিকেলে গরু চরাতে গিয়ে বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু হয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা রেঞ্জ লাগোয়া মেন্দাবাড়ির দক্ষিণ সাতালি গ্রামের বাসিন্দা বুধু ওরাওঁ(৬০) এর। এদিন ওই বৃদ্ধ গরু চরাতে বনের ধারে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা ঝোপের আড়াল থেকে একটি বাইসন বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। বারবার তাঁর শরীরে শিং ঢুকিয়ে দেয় বাইসনটি। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ। সেখানেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বাইসনের হানায় ওই বৃদ্ধের মৃত্যু প্রসঙ্গে জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসোয়ান বলেন, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। যে পথ দিয়ে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই ব্যক্তি, সেই রাস্তার দু'ধারেই ঝোপ রয়েছে। ঝোপ থেকে বাইসন বেরিয়ে হামলা চালায়। আমরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছি। জঙ্গলের কাছে হলেও এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা মর্মাহত। যেহেতু সংরক্ষিত জঙ্গলের ২০০ মিটার দূরত্বে বাইসনের গুঁতোয় ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে, তাই সরকারি নিয়ম মেনে ওই বৃদ্ধের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

তৃণমূলের উদ্যোগ

■ রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এল তৃণমূল। রবিবার রক্তদান শিবির হল হেমতাবাদে। দলীয় কার্যালয়ে দলের নেতা-কর্মীরা রক্তদান করেন। হেমতাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলি, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের হেমতাবাদ ব্লক সভানেত্রীর সুরাইয়া বেগম-সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন এই কর্মসূচিতে।

অনুপ্রেরণা শিবির

■ যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা শিবির শুরু হল রবিবার। রায়গঞ্জে তিনদিন ধরে চলবে এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন জেলা এমপ্লয়মেন্ট অফিসার ইনচার্জ শুভঙ্কর সরকার, রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ী-সহ অনেকেই। জেলা এমপ্লয়মেন্ট অফিসার ইনচার্জ শুভঙ্কর সরকার বলেন, শ্রম দফতরের অধীনে ডাইরেক্টরেট অফ এমপ্লয়মেন্টের তত্ত্বাবধানে ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তিনদিনের স্বনির্ভর সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা শিবিরের আয়োজন করেছে। এখানে যাঁরা এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রার আছেন তাঁদের আত্মনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলি বিষয়ে অবগত করা হবে।

পুলিশের সাফল্য, উদ্ধার ১২৬ লিটার বিদেশি মদ

প্রতিবেদন : সীমান্তে রক্ষীদের নজরদারির অভাব। বাড়ছে পাচার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সীমান্ত এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশমতো বেড়েছে নাকা চেকিংয়ের পরিমাণও। এবার ইন্দো-নেপাল সীমান্ত বিহারের গরবনডাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করল প্রায় ১২৬ লিটার বিদেশি মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে একটি গাড়িকে দাঁড় করায় গরবনডাঙা থানার পুলিশ। পুলিশ দেখেই গাড়ি রেখেই পালিয়ে যায় চালক। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। গাড়িতে রাখা একাধিক বাক্সের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর সংখ্যক বিদেশি মদের বোতল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটি। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মদের পরিমাণ ১২৫.৩৭০ লিটার। পুলিশের অনুমান, উত্তরবঙ্গ থেকে চোরাপথে বিহারে মদ পাচারের পরিকল্পনা ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাচারকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

জাল টিকিট উদ্ধার

সংবাদদাতা, ডালখোলা : আবারও বিপুল পরিমাণ জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করল ডালখোলা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া জাল টিকিটের বাজার মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। রবিবার উত্তর ডালখোলা বাইপাসের বাসস্ট্যান্ড থেকে মালিকবিহীন চার বস্তা জাল টিকিট উদ্ধার করা হয়। অনুমান করা হচ্ছে এই জাল টিকিট ডালখোলা থেকে বাইরে পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ অভিযান চালায় এবং জাল টিকিটের বস্তাগুলি উদ্ধার করে।

মাদক-বিরোধী আন্দোলনে প্রমীলা বাহিনী, পাশে তৃণমূল

■ আন্দোলনকারী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছেন তৃণমূল কর্মীরা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানাবর্তী কুমারগ্রাম ব্লকের পাকড়িগুড়ি গ্রামে মাদক কারবার নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দিন সাতেক আগে। গ্রামের প্রমীলা বাহিনী বারবার বলা সত্ত্বেও মাদক ব্যাবসা বন্ধ না করায়, ওই মাদক কারবারির বাড়িতে একজোট হয়ে হামলা চালিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের রুদ্র মূর্তি দেখে সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে পালায় ওই কারবারি। কিন্তু আন্দোলন থেমে নেই গ্রামের মহিলাদের। তাঁরা প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাচ্ছেন গ্রাম জুড়ে, যাতে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত কেউ গ্রামে ফের নতুন করে ব্যবসা ফেঁদে না বসতে পারে। অসম থেকে যে সমস্ত মাদকাসক্ত গ্রাহক ওই গ্রাম আসত মাদক কিনতে তাদেরও দফায় দফায় সতর্ক করে দিচ্ছেন গ্রামের মহিলারা। রবিবার পাকড়িগুড়ি উত্তরপাড়ায় গিয়ে আন্দোলনকারী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে এই মাদক বিরোধী আন্দোলনে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন কুমারগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায়। তিনি মহিলাদের সাহসের প্রশংসা করে বলেন, পাকড়িগুড়ির মহিলারা মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাদক কারবারিকে এলাকা ছাড়া করেছেন। মাদক থেকে গ্রামের শিশু-কিশোর-যুবকদের বাঁচানোর যে নতুন পথ তাঁরা দেখিয়েছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

দিন-রাত এক করে ময়ূরের সেবায় বনকর্মীরা

রৌনক কুণ্ডু ● কোচবিহার

লোকালয় থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি ময়ূর। তারপর থেকে বনকর্মীদের অত্যন্ত আদরের হয়ে উঠেছে। দিন-রাত এক করে ওই অসহায় ময়ূরটির সেবা করছেন কর্মীরা। কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে তিনদিন আগে উদ্ধার হয় ময়ূরটি। নিয়ে যাওয়া হয়েছে রসিক বিল প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রে। তবে আপাতত ময়ূরটি বন দফতরের নজরদারিতে রয়েছে। জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে রাখার পর ময়ূরটিকে অন্য ময়ূরের সঙ্গে এনক্লোজারে ছাড়া হবে। কোচবিহারের

■ বন দফতরের নজরদারিতে ময়ূর।

বনবিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মাথাভাঙায় উদ্ধার হওয়া ময়ূরটিকে রসিক বিলে নিয়ে আসা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। কোচবিহার রসিক বিল প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রটি পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রসিক বিলকে। জানা গিয়েছে, রসিক বিলের পাখিরালয়ের কাছেই আছে ময়ূরের এনক্লোজার। এতদিন চারটি ময়ূর ছিল এই এনক্লোজারে। খুব শীঘ্রই নতুন অতিথিও জায়গা পাবে এখানে। পুরুষ ময়ূরের পেখম তুলে নাচন পর্যটকদের কাছে হবে বিশেষ আকর্ষণের।

পর্যটকের মৃত্যু

প্রতিবেদন : দার্জিলিং বেড়াতে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে এক পর্যটকের মৃত্যু হল। হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা বছর আটান্নর ওই পর্যটকের নাম দীপাঞ্জন সাহা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সপরিবারে শুক্রবার লামাহাটা বেড়াতে আসেন। শনিবার সেখান থেকে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। রবিবার দুপুরে আবার দার্জিলিং থেকে পেশক রোড হয়ে তাঁরা লামাহাটায় ফিরছিলেন। অসুস্থ বোধ করলে ওই ব্যক্তিকে গাড়ি ঘুরিয়ে তাঁকে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 January, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কর্তব্যে অবহেলা, মঞ্চ থেকে আধিকারিকদের ধমক মানসের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : বিদ্যাসাগর মেলার উদ্বোধনে এসে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে ধমক দিলেন জনপ্রতিনিধিদের। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও তোপ দাগলেন মানস। এদিন বিদ্যাসাগর মেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নেই দেখে ব্যাপক ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। আধিকারিকদের ধমক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগাতে বলেন। মানস আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি, সময় থাকতে শুধরে যান। মেলায় সব ধরনের মানুষ জমায়েত না হওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনপ্রতিনিধিদের নাম ধরে ধরে বার্তা দেন মন্ত্রী মানস। সেই সঙ্গে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রের সরকার এবং বিজেপি দলের দিকে তোপ দাগেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষদের জন্য চালু করেছেন, এদিন মঞ্চ থেকে সেগুলির কথাও তুলে ধরেন তিনি।

■ বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার।

স্বামী আরবে কাজে টাকাও পাঠাচ্ছে না আত্মঘাতী হল স্ত্রী

প্রতিবেদন : বাড়িতেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল বধূর দেহ। তা নিয়ে চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার মির্ধাপাড়া গ্রামে। অনুমান, ঋণের ভারে জর্জরিত হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন গৃহবধূ মমতাজ বেগম। স্বামী কাজের সূত্রে সৌদি আরবে থাকেন। এখান থেকে বহু টাকা ধার করে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর সেখান থেকে আর টাকা পাঠাচ্ছেন না স্বামী। ভরতপুরের মির্ধাপাড়া গ্রামে মমতাজের বাপের বাড়ি। বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়। ভরতপুর গ্রামের সাঙ্গির শেখের সঙ্গে। ভালই কাটছিল দিন। সম্প্রতি সাঙ্গির বেশি আয়ের আশায় সৌদি আরবে যান। তারপর থেকে বাপের বাড়িতেই থাকতেন মমতাজ। শনিবার দুপুরে সেখানেই সিলিং ফ্যান থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ মেলে। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করেছে। মৃতার ভাইয়ের দাবি, সাঙ্গির সৌদি আরবে যেতে প্রচুর টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকা জোগাড় করে দিয়েছিলেন মমতাজ। তবে সাঙ্গির ওখানে গিয়ে আর টাকা পাঠাচ্ছিলেন না। তাই ঋণ শোধ করতে পারছিলেন না মমতাজ। তাতে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তা থেকেই সম্ভবত এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘটনার পর সৌদিতে থাকা সাঙ্গিরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন পরিবারের লোকজনেরা। তবে এখনও সম্ভব হয়নি।

উৎসবের উপহার কম্বল আর কেক

■ উৎসবের মরশুমে সবাইকে শরিক করতে শীতে গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়াল ফাটাকেষ্ট কালীপুজো কমিটি তথা নবযুবক সংঘ। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, গরমজামা-কাপড়, ফল এবং কেক। হাঁটতে না পারা অনেককে হুইলচেয়ারও দেওয়া হল। উপহার তুলে দিলেন বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, প্রবন্ধ রায় প্রমুখ।

গাছে ঝুলছে মাথার খুলি, নিচে পড়ে হাড়গোড়, দুর্গাপুরে আতঙ্ক

প্রতিবেদন : গভীর জঙ্গলে গাছের উপর ঝুলছে মানুষের মাথার খুলি। নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু হাড়গোড়। যে দেখে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াল দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকায়। রবিবার সকালে গোগলা পঞ্চায়েতের বনগ্রামে হনুমান মন্দিরের ঠিক পিছনে ওই নরকপাল পাওয়া গেল। ফরিদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেগুলি উদ্ধার করেছে। এটি সেখানে এল কীভাবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। রবিবার সকালে এক গ্রামবাসী পুকুরপাড়ে গিয়ে সেখানে দূরে একটি গাছের মাথায় খুলি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে যান। দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যদের বিষয়টা জানান। সবাই গিয়ে ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। খবর যায় লাউদোয়া ফরিদপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছ থেকে ওই খুলি উদ্ধার করে। গাছের নিচে বেশ কিছু হাড়গোড় পড়েছিল। সে সব উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যার ঘটনা। মাংসপেশি পচে গিয়ে হাড় কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। গলার কাছ থেকে ভেঙে বাকি অংশ নীচে পড়ে গিয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (অন্ডাল) পিন্টু সাহা বলেন, ওই এলাকায় কেউ নিখোঁজ আছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত্যুর কারণ জানতে খুলি ও হাড় আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এলাকাটি জঙ্গলে পূর্ণ। সচরাচর সেখানে গ্রামের লোকজন খুব একটা যায় না। সম্ভবত সেই কারণেই কেউ আত্মহত্যার জন্য জায়গাটিকে বেছে নিয়েছিল। মারা যাওয়ার পরও গ্রামের লোকজনের নজর এড়িয়ে গিয়েছে।

চোলাই-বিরোধী অভিযানে ঝাড়গ্রাম পুলিশের সাফল্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বেআইনিভাবে তৈরি হওয়া চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণে চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করল তারা। গ্রামেগঞ্জে লুকিয়ে চুরিয়ে চোলাই মদের কারবার চলছে। এই মদ খেয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, সেই সঙ্গে মদ্যপান করে মত্ত হয়ে গার্হস্থ্য হিংসা বাড়াচ্ছে। শান্তিশৃঙ্খলার সমস্যাও হচ্ছে। বাড়ির মহিলাদের লাগাতার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ পরপর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন অভিযানে গিয়ে তারা ভেঙে দিল চোলাই মদের ঠেক। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-দুই নম্বর ব্লক জুড়ে চোলাই মদের কারবার রুখতে ফের সক্রিয় বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, গোপীবল্লভপুর-দুই নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার নতুনডিহি-সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে চোলাই ঠেক ভেঙে নষ্ট করে দেয়। সেই সঙ্গে ২০ লিটার চোলাই মদ ও প্রায় ২০০ লিটার মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করে দেয়। চোলাই মদের কারবার রুখতে বেলিয়াবেড়া থানার এই ধারাবাহিক অভিযানে খুশি স্থানীয় মানুষজন। থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চোলাই মদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযান চালানো হচ্ছে। চোলাই মদ ও তেরির উপকরণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে ও চোলাই মদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

■ এলাকায় চোলাই মদের ঠেক ভাঙছে পুলিশ।

পুলিশের শীতবস্ত্র দান

■ পুলিশকে মানুষের বন্ধু হতে শিখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বেলদা থানার জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়িতে অনুষ্ঠিত হল শীতবস্ত্র বিতরণ। ছিলেন দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, বেলদার এসডিপিও রিপন বল, বেলদার সিআই শেখ রবিউদ্দিন, বেলদা থানার গোবর্ধন সাহু, জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়ির আইসি দীপক দে, শেখ ইফতেখার আলি, বিপ্লব বেরা, সাউরি দিলীপ সামন্ত প্রমুখ। প্রায় ২০০ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র এবং নববর্ষের মিষ্টিমুখ করানো হয়। এসডিপিও রিপন বল জানাচ্ছেন, জেলা পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ও প্রতিটি মানুষকে তার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে এই মহতী উদ্যোগ। নানান কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখব।

চিকেনের রকমারি পদ নিয়ে জমজমাট মেলা

■ মুরগির মাংসের স্টলে ভিড় করে মানুষজন।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পাঁঠাদের এখন ভারি দেমাক। তাদের দাম কেজিতে প্রায় ৯০০ টাকা। এই অবস্থায় মধ্যবিত্তের বড় ভরসা মুরগির মাংস। সেই মুরগির মাংস নিয়েই তৈরি নানা পদ নিয়ে মেদিনীপুর শহরে হল চিকেন মেলা। আর সেই মেলায় চিকেনের রকমারি পদের সম্ভার। চিকেন মেলার আয়োজন মেদিনীপুরে এই প্রথম। চিকেনের বহু রকমের পদ ছিল। চিকেন কাটলেট, চিকেন মহারানি, চিকেন পাটিসাপটা, চিকেন চাওমিন, চিকেন পকোড়া, কাঠি কাবাব, চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন দোপেঁয়াজা, কসুরি চিকেন, বউ সুন্দরী, চিকেন রোল, চিকেন গন্ধরাজ, চিকেন রেশমি কাবাব, বেগুনের ভর্তা চিকেন, পালং চিকেন, মশলা চিকেন ইত্যাদি আরও অনেক পদ। সব পদের দামও ছিল আয়ত্তের মধ্যেই। এক ছাদের নিচে এত রকমের মুরগির মাংসের পদ পেয়ে মহাখুশি স্থানীয় মানুষজন। ফলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাপুস হুপুস করে সব পদ নিমেষেই শেষ হয়ে গিয়েছে। রবিবার বিকেলে খাদ্যরসিক বাঙালিদের ভিড় জমে ছিল মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে।

খাদে পড়ে মৃত্যু

প্রতিবেদন: শিলিগুড়িতে কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার যুবক। শনিবার ছুটি পেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যান পাহাড়ে। আর বেড়াতে গিয়েই বিপত্তি। খাদে পড়ে গিয়ে প্রাণ গেল বছর আঠারোর আলাহিম শেখের। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মাসপাঁচেক আগে শিলিগুড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন। বেড়িয়ে ফেরার সময় পাহাড়ি পথ দিয়ে নামার সময় বেসামাল হয়ে খাদে পড়ে যান আলাহিম ও তাঁর সঙ্গীরা। মৃত্যু হয় আলাহিমের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

৯
৬ জানুয়ারি ২০২৫
সোমবার

6 January, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে রবিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি ছেড়ে আসা কর্মী-সমর্থকেরা

কংগ্রেসের ৪ পঞ্চায়েত সদস্য কর্মাধ্যক্ষ-সহ রাম-বামের ৫০০-র মেগা যোগদান তৃণমূলে

নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। রয়েছেন বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী ও মুকুটমণি অধিকারী প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নদিয়া : রবিবার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের খালবোয়ালিয়ায় কংগ্রেসের ৪ পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলে যোগ দিলেন। এছাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০০ বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক দল ছেড়ে এলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। সকলের হাতে পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী ও মুকুটমণি অধিকারী, ব্লক সভাপতি সমীর বিশ্বাস প্রমুখ। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে যোগদান সভায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত হন। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, ''আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। অনেকদিন ধরেই এঁরা আমাদের দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করছিলেন। আমরা আজকের বিশেষ দিনটাকে উল্লেখযোগ্য করে রাখতেই বেছে নিয়েছি। এর ফলে সীমান্ত এলাকায় তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি হবে।'' দল ছাড়া নিয়ে পঞ্চায়েতের সদস্যরা বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উন্নয়নের কাজ করছেন তা দেখে আমরা উৎসাহিত। এই কর্মযজ্ঞে শামিল হতেই তৃণমূলে যোগ দিলাম।''

■ পৌষমেলা ও রক্তদান উৎসবের সূচনায় খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ও বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী প্রমুখ। ৫ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা।

কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে মায়ের দেহ জিরো পয়েন্টে, কৃতজ্ঞ বেলোরা বিবি

মানস দাস ● মালদহ

শুক্রবার। মালদহ কিষ্টপুর আন্তর্জাতিক সীমান্ত। কাঁটাতারের বাঁধন আলগা হল। ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মানবিকতার সৌজন্যে মৃত মাকে শেষবারের মতো দেখতে পেলেন মেয়ে বেলোরা বিবি। ঘটনার সময় এদৃশ্য দেখে চোখের জলের বাঁধ মানেনি কারওরই। মাকে শেষ দেখার পর বেলোরা বিবি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাঁর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সানাউলকে।

কী হয়েছিল? বছর ২৫ আগে বেলোরা বিবি বিবাহসূত্রে বাংলাদেশ থেকে চলে আসেন ইংরেজবাজারের যদুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের মুসলিমপুরে। মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশে যেতেন বেলোরা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে মা আলেকানুর বিবির অসুস্থতার কথা শুনেও বাংলাদেশে যেতে পারেননি। এরই মাঝে ২ জানুয়ারি মায়ের মৃত্যুর খবর আসে বাংলাদেশের ভোলাহাট থানার হোসেনবিটা গ্রাম থেকে। মাকে শেষবারের জন্য দেখতে চেয়েছিলেন বেলোরা। অনুরোধ রেখেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান সানাউলের কাছে। পঞ্চায়েত প্রধান কথা বলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে। তাঁরা কথা বলেন বিজিবির সঙ্গে। বাংলাদেশের রাজনীতির ঘোরালো আবহাওয়ার মধ্যেও এই মানবিক অনুরোধ কেউ ফেরাতে পারেননি। শুক্রবার দুপুরে মা আলেকানুরের দেহ জিরো পয়েন্টে আসতেই গ্রামের মানুষ ভিড় জমান সেখানে। মাকে শেষ দেখার সময় চোখের

■ মাকে শেষ দেখা বেলোরা বিবির।

সৌজন্যে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান

জল বাঁধ মানেনি বেলোরা কিংবা গ্রামবাসীদের। মাত্র আধঘণ্টার জন্য মা-মেয়ের সাক্ষাৎ দেখল এপার-ওপার দুই বাংলা। কাঁটাতারের বেড়া কিংবা রাজনীতি বাধা হয়নি মা-মেয়ের শেষ দেখা করায়। চোখের জল মুছতে মুছতে বেলোরা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। উনি উদ্যোগ না নিলে মাকে শেষবারের মতো দেখতে পেতাম না।

রাজনীতি হেরে গেল মানবিকতার কাছে।

ঝাড়গ্রাম জেলে আজ সাক্ষরতা অভিযান

প্রতিবেদন : রাজ্যের কারা দফতর প্রথমে প্রেসিডেন্সি ও মেদিনীপুর জেলা সংশোধনগারে পাইলট প্রোজেক্ট চালু করার পর এবার রাজ্যের ১৮টি সংশোধনগারকে নিরক্ষর বন্দিদের পঠনপাঠনের জন্য চিহ্নিত করে শুরু করতে চলেছে সাক্ষরতার পাঠদান। এর মধ্যে রয়েছে ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগার। এখানে থাকা ৭০ জন নিরক্ষর বন্দির জন্য কার্যত জেলেই চলবে সাক্ষরতা অভিযান। সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হবে জেলের সেলের ভিতরে। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে বইপত্র। নিয়োগ করা হয়েছে চারজন শিক্ষকও। হাতেখড়ি হবে বর্ণমালার পাঠ দিয়ে। এরপর ধাপে ধাপে বাক্য গঠন, যুক্তবর্ণ ছাড়াও যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ শেখাবেন শিক্ষকরা। সপ্তাহে তিনদিন ক্লাস হবে সকাল ৮টা থেকে। বন্দি পড়ুয়াদের তার আগেই বইখাতা নিয়ে ক্লাসে হাজির হতে হবে। ক্লাসের সময় কেউই ইচ্ছেমতো বাইরে যেতে পারবে না। প্রসঙ্গত, গত

কয়েক দশকে প্রথাগত জেলের ধারণা পাল্টে জেলকে এখন বলা হয় সংশোধনগার। জেলের বন্দিদের নিয়ে খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তার সঙ্গেই চলবে নিরক্ষর বন্দিদের সাক্ষরতার পাঠ দেওয়া। বন্দিদের স্বার্থেই এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গ্রেফতারের পর বন্দিদের নিয়মিত কোর্টে যেতে হয়। ওকালতনামায় সই করতে হয়। জামিন পেতে স্বাক্ষরের দরকার হয়। জেলে সমস্যা হলে 'প্রিজনার্স পিটিশন' লিখতে হয়। কিন্তু নিরক্ষর বন্দিরা স্বাক্ষর করতে না পেরে সমস্যায় পড়ে। তাদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেই এভাবে শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্যজুড়ে। সংশোধনাগারে এই কাজ করার দায়িত্বে রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশন। উল্লেখ্য যে, ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারে ৭০ জন বন্দি পড়ুয়ার মধ্যে পঞ্চাশজনই খুনের অভিযুক্ত। বাকিরা অভিযুক্ত বধূ নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনায়। ফলে এদের পাঠদান খুব সহজ হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সংশোধনাগারের আধিকারিক ও শিক্ষকরা হাল ছাড়তে নারাজ। কারণ বেশিরভাগ বন্দির পড়াশোনা নিয়ে আগ্রহ আছে। এক্ষেত্রে যাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, সেজন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়ে জেলের সুপার রাজেশকুমার মণ্ডল বলেন, সোমবার থেকে এই সংশোধনগারে পঠনপাঠন শুরু করবে প্রায় ৭০ জন পড়ুয়া। এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে।

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গের টানে শিবনিবাসে পর্যটকদের ঢল

মৌসুমী দাস পাত্র ● নদিয়া

নদিয়া বরাবর পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান। শীতের মরশুমে নবদ্বীপ, মায়াপুর, পলাশি, শিবনিবাসের মতো একাধিকস্থানে পর্যটকদের ঢল নামছে। একই সঙ্গে বাগান-কটেজে চলছে পিকনিক। জেলায় চৈতন্য মহাপ্রভু, অদ্বৈত আচার্য, কৃত্তিবাস ওঝা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্মস্থান। তাই নদিয়াতে দর্শনীয় স্থান অনেক। জেলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ধর্ম নিয়ে চর্চা বাংলা ছাড়িয়ে সুদূরপ্রসারী। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, শিবনিবাস, আসাননগর, বীরনগরের, দিগনগর, কৃষ্ণনগর, পলাশিতে মন্দির-মসজিদ, বরেণ্য মানুষের বাড়ি, রাজবাড়ি, মনুমেন্ট, নদীকে ঘিরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর একাধিক পর্যটন কেন্দ্র আছে। শীতের মরশুমে পর্যটকরা এখানকার দর্শনীয় স্থান ঘুরতে আসায় নিশ্চিত করে স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের সুরাহা হচ্ছে। কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। তাই নদিয়ায় প্রথম শিবনিবাসে হোম-স্টে হয়। এক সময় লোকে শিবনিবাসের সঙ্গে কাশীর তুলনা করতেন। ১০৮ শিবের বসত শিবনিবাস। বলা হয় 'শিবনিবাস তুল্য কাশী, ধন্য নদী কঙ্কনা'। কৃষ্ণচন্দ্র বাংলায় বর্গি আক্রমণের সময় তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগর থেকে শিবনিবাস সরিয়ে এনে গ্রামের নামকরণ করেন শিবনিবাস। এখানে তিনি রাজপ্রাসাদ ও কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে তিনটি মন্দির এখনও বিদ্যমান। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে

পুরনো মন্দিরটি হল রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির। পূর্ব ভারতে এত বড় শিবলিঙ্গ আর নেই। এমনকী এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ বলেও এটি পরিগণিত। মন্দির দেখতে, ভক্তির টানে সাধারণ মানুষ থেকে ভক্তেরাও আসেন, পুজো দেন। পাশেই রয়েছে রামসীতা মন্দির-সহ একাধিক মন্দির। শীতের মরশুমে পর্যটকরা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী এলাকা দেখতে আসেন। শিবনিবাসকে কেন্দ্র করে রুটি রুজি চলে ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের। চা, খাবার, ফুল, ফলের দোকান থেকে হোটেল-লজ ব্যবসায়ীরা এই সময়টা দুটো টাকা ঘরে তুলতে পারেন। অটো-টোটোচালকরাও বছরের এই সময়টায় বেশি আয় করেন। টোটো-অটোয় শিবনিবাস থেকে মাজদিয়া হয়ে ট্রেনে যাওয়া যায় মাটিয়ারি বানপুরের ৩৬০ বছরের বেশি পুরনো রুদ্রেশ্বরের মন্দির। দক্ষিণমুখী চারচালা বিশিষ্ট পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের এই মন্দির জেলার অন্যতম প্রাচীন শিবমন্দির বলে মনে করা হয়। দৈর্ঘ্যে ৫.৪ মিটার, প্রস্থে সাড়ে ৩ মিটার হবে এবং উচ্চতা প্রায় ৭.৬ মিটার এই মন্দিরের সামনের দেওয়ালে আছে টেরাকোটার কাজ। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে নৌকাবিলাস, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণলীলা, অশ্বারূঢ় যোদ্ধা, হাতির পিঠে মোঘল যোদ্ধাদের ফলকগুলি আলাদা ঐতিহ্য বহন করে। মন্দিরে প্রবেশের তিনটি দরজা। মন্দিরগর্ভে কালো মার্বেল পাথরের শিবলিঙ্গের নিত্য পুজো হয়। কাছেই রয়েছে বহু পুরনো মালেক উল গাউস সাহেবের বিখ্যাত দরগা। শিবনিবাস-সহ আশপাশের এই সব এলাকায় এখন পর্যটকদের ঢল।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 January, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

নতুন বছরে ১৭টি রাস্তার হাল ফেরানোর কাজ শুরু করবে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত

কান্দির বিভিন্ন রাস্তার কাজে বরাদ্দ প্রায় ৯ কোটি টাকা

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : কান্দি ব্লক এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ১৭টি রাস্তার কাজ শুরু করতে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ও কান্দি পঞ্চায়েত সমিতি। বেশিরভাগই হবে ঢালাই রাস্তা। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮ কোটি ৭১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯০২ টাকা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই ১৭টি রাস্তার টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। শুধু একটি পিচ রাস্তার কাজ হবে। বাকিগুলি হবে ঢালাই রাস্তা। কোনওটির জন্য বরাদ্দ প্রায় দেড় কোটি টাকা। আবার কোনওটির জন্য বরাদ্দ ১৮ লক্ষ টাকা। এই রাস্তাগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হল কান্দি শহর লাগোয়া বাঘবাটি রোড। এই রাস্তাটিকে অনেকে শহরের বাইপাস রাস্তা হিসেবেও ব্যবহার করেন। কিন্তু সংস্কারের অভাবে হাল খারাপ ছিল। হাল ফেরাতে বরাদ্দ রয়েছে প্রায়

সাড়ে ৭০ লক্ষ টাকা। তেমনই হিজল পঞ্চায়েতের পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় একটি নতুন রাস্তা করা হচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এই রাস্তা তৈরি হলে পুলিশের গাড়ি দ্রুত কয়েকটি গ্রামে পৌঁছতে পারবে। এলাকার কুমারসন্দ পঞ্চায়েতের জামনা গ্রামে একটি রাস্তার জন্য বাসিন্দারা বহুবছর ধরে আন্দোলন করে আসছেন। এবার ওই রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার বলেন, এই এলাকায় একসঙ্গে এতগুলি রাস্তার কাজ করার ঘটনা আগে কোনওদিন হয়েছে বলে জানা নেই। সবক'টি কাজের টেন্ডার বেরিয়ে গিয়েছে। দ্রুত ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে কাজ শুরু হবে। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সামসুজ্জোহা বিশ্বাস বলেন, শুধু কান্দি বলে নয়। গোটা জেলায় আমাদের উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয়েছে। মানুষের চাহিদা মেটাতে আমরা বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে জেলা পরিষদ। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, রাস্তাগুলির কাজ হওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। কাজ সম্পূর্ণ হলে এলাকার প্রায় ৯০ শতাংশ রাস্তার আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

■ সিউড়ির পুরন্দরপুর গ্রামে খেলা হবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাঠে এসে ব্যাট হাতে ক্রিজে নেমে পড়লেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। দর্শকের ভূমিকায় দেখা গেল মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে। রবিবার।

আজ গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

সংঘের কার্যালয়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মহারাজের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। এরপর কপিলমুনির মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জ্ঞানদাস মোহন্তের সঙ্গেও দেখা করবেন। একইসঙ্গে গঙ্গাসাগর হেলিপ্যাড ময়দানের পাশে পুণ্যার্থীদের জন্য তৈরি ১০০ শয্যার শিবির, পাথরপ্রতিমায় জেটি, 'পথশ্রী' প্রকল্পের কিছু রাস্তা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র-সহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধনও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এইসব কিছুর মাঝেই দেখা করবেন বাংলাদেশ-ফেরত বাংলার মৎস্যজীবীদের সঙ্গে। দু'মাস আগে গভীর সমুদ্র থেকে বাংলাদেশি কোস্টগার্ডের হাতে ধরা

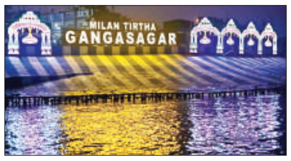

পড়েছিল ৬টি ভারতীয় ট্রলার-সহ কাকদ্বীপ ও নামখানার ৯৫ জন মৎস্যজীবী। তাঁদের ফেরাতে কোনওরকম উদ্যোগ নেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। খবর পেয়েই তাঁদের দেশে ফেরাতে সচেষ্ট হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান অবিলম্বে বাংলাদেশে আটক মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরাতে। মূলত তাঁর হস্তক্ষেপেই দিল্লির তরফে ঢাকাকে চিঠি দেওয়া হয়। ভারতে বন্দি ৯০ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকেও ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রবিবার মধ্য বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় দুই দেশের আটক হওয়া মৎস্যজীবীদের আদান-প্রদান হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, মৎস্যজীবীদের সুরক্ষিতভাবে সাগরদ্বীপে নিয়ে এসে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে। সাগরদ্বীপে তাঁদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব বর্তেছিল রাজ্যের দুই মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা ও মন্টুরাম পাখিরার উপর। গঙ্গাসাগরে মেলা পরিদর্শনের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে ফেরা মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কাকদ্বীপ সংলগ্ন এলাকার মৎস্যজীবী সকল পরিবার।

দামোদরের চর থেকে উদ্ধার পাল-সেনযুগের বিরল সূর্যমূর্তি

সংবাদদাতা,বর্ধমান : রায়না থানার নতু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হরিপুর গ্রামে দামোদর নদ থেকে একটি সূর্যমূর্তি উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্ট গ্যালারির ইনচার্জ শ্যামসুন্দর বেরা জানান, বর্ধমানের কয়েকজন গত শুক্রবার বড়শূলে পিকনিক করতে গিয়ে মূর্তিটি বালিতে ঢাকা অবস্থায় দেখেন। বিষয়টি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও পুলিশ সুপারকে জানালে তাঁর নির্দেশে রায়না থানা মূর্তিটি উদ্ধার করে। এটি ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি পাল-সেন যুগের মূর্তি। ১০০ কেজির উপরে ওজন। প্রায় ৩ ফুট উচ্চতা। একদম উপরে কীর্তিমুখ রয়েছে যা এর বিশেষত্ব। বিষ্ণু, সূর্য, শৈব মূর্তির মাথায় এই কীর্তিমুখ দেখা যায়।

ছৌশিল্পীদের নিয়ে ডেঙ্গি সচেতনতার বার্তা পুরসভার

প্রতিবেদন: ছৌশিল্পীদের নিয়ে ডেঙ্গির বিষয়ে সচেতনতার প্রচার করল রামপুরহাট পুরসভা। শনিবার ৪, ৬, ১৭ ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি পালিত হয়। পুরপ্রধান সৌমেন ভকত-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন এই কর্মসূচিতে। প্রসঙ্গত, গত ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত রামপুরহাট স্বাস্থ্যজেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৬১। এর মধ্যে রামপুরহাট পুরসভার ১৫ জন ছিলেন। যদিও বর্তমানে তাঁরা সকলেই সুস্থ। তবুও পুরবাসীকে সচেতন করতে এবার ছৌনাচের ব্যবস্থা করা হল।

ছৌশিল্পীদের সঙ্গে সৌমেন ভকত।

পুলিশকাকুদের সঙ্গে পিকনিকে জঙ্গলমহলের ছাত্রছাত্রীরা পেল অপরাধ-সজাগতা নিয়ে পাঠ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ডুলুং নদীর পাড়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পিকনিকে মেতে উঠল বেলিয়াবেড়া থানা। এক ধাক্কায় জঙ্গলমহলে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে ১০ ডিগ্রির ঘরে। শীতে কাবু জঙ্গলমহল। রবিবার সকাল থেকে ছিল কুয়াশার দাপট। বেলা বাড়তেই পিকনিকের আনন্দে গোহালমারা মাঠে মেতে উঠল জেলা পুলিশের বিনামূল্যে দিশা কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা। পুলিশকাকুদের সঙ্গে জমিয়ে হল আড্ডা। অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরাও যোগ দেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই বনভোজনের আসরে। কেউ কেউ মেতে ওঠে ক্রিকেট-ফুটবলে। কেউ কানামাছি খেলায়। ওসি সুদীপ পালোধির উদ্যোগে হয় দিশা কোচিং সেন্টারের ১২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই পিকনিক। মেনুতে ছিল ভাত, সবজি, ডাল, মাংস, মিষ্টি ও পাঁপড়।

ডুলুং নদীর পাড়ে পিকনিকে মাতোয়ারা ছাত্রছাত্রীরা।

প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে দিশা কোচিং সেন্টার। একসময় মাওবাদী-আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকা জঙ্গলমহল এখন স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছন্দে অভ্যস্ত। কিছুদিন আগের বাঘিনি-আতঙ্কও কেটে গিয়েছে। লালমাটির শাল-মহুল গাছে ঘেরা জঙ্গলমহলের ছেলেমেয়েরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে মেধার লড়াইয়ে ব্যস্ত। সারা বছর ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ জঙ্গলমহলের মানুষের জন্য নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে। শীতবস্ত্র, শিশুদের পুষ্টিকর খাবার, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চাকরির পরীক্ষায় বসার প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ থেকে এবার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে পিকনিকের আয়োজন করল বেলিয়াবেড়া থানা। গল্পগুজবের মাঝে পুলিশকাকুরা ছাত্রছাত্রীদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের অপব্যবহার, নারীপাচার ও অন্যান্য অপরাধ সম্বন্ধে কীভাবে সজাগ থাকতে হবে সে বিষয়ে টিপস দিলেন। পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি এলাকার মানুষ।

জোড়া সমবায়ে জয় তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

মোট ভোটার ৫১৮ জন। ভোট পড়ে ৪৯৮টি। এদিন কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের বাঘাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনেও বিপুল জয় পায় তৃণমূল। এই সমবায়ের মোট আসন সংখ্যা ৫৪টি। তৃণমূল ৪৭টি আসন দখল করেছে। বাকি সাতটি আসন পেয়েছে বিরোধীরা। এখানে বাম-রাম জোট করে তৃণমূলের বিপক্ষে হালে পানি পায়নি। সমবায়ের মোট ভোটার সংখ্যা ২৮৬২ জন। মোট ৮৫% ভোট পড়ে। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবিরে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তরুণকুমার জানা জানান, সাধারণ মানুষ বিজেপি থেকে মুখ সরিয়েছেন। তাই তৃণমূলকে দু'হাত ধরে ভোট দিয়েছেন। আগামী দিনে বিজেপি এই এলাকা থেকে শূন্য হয়ে যাবে। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমিয় ভট্টাচার্য জানান, আগেও আমরা কন্টাই কো-অপারেটিভ ও তমলুক কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কে বিপুল ভোটে জিতেছি। মানুষ সর্বক্ষেত্রেই তৃণমূলকে হাত ভরে ভোট দিচ্ছেন। বিধানসভা ভোটেও বিজেপি খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। নির্বাচনে জয়ের পর সবুজ আবির ও মিষ্টিমুখে মেতে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। চণ্ডীপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল প্রধান জানান, মানুষ বারবার বুঝতে পারছেন তৃণমূল ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

অন্যদিকে, উত্তরের বালুরঘাটে কাঞ্জিয়ালসি সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিজেপি ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল। ছয়টি আসনের ছয়টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। মোট ভোটার ছিলেন প্রায় ৬৭৫ জন। রবিবার ফলাফল প্রকাশের পরই সবুজ আবির উড়িয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

নাগপুরের প্রাণী উদ্ধারকেন্দ্রে তিনটি বাঘ এবং একটি চিতাবাঘের মৃত্যুর কারণ বার্ড ফ্লু। কীভাবে ওই চারটি প্রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হল, তা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছিল প্রশাসনের। তারপরই বাঘগুলির নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়। সেই রিপোর্ট এসেছে সম্প্রতি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাঘগুলির মৃত্যু হয়েছে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে

মিথ্যা মামলা হলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থায় সরকারি অনুমোদন লাগবে না

বলল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ পুলিশের দায়ের করা একটি মিথ্যা মামলার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, কোনও পুলিশ কর্মকর্তা যদি কারুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন, তবে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনের অজুহাতে নিজেকে মামলা থেকে রেহাই দেওয়ার দাবি করতে পারবেন না। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র বেঞ্চ জানিয়েছে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার সুরক্ষা এমন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যারা ক্ষমতার অপব্যবহার বা অপচয় করেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মচারী যদি তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় কোনও অপরাধ করে থাকেন, তবে তাকে বিচারের আওতায় আনার আগে সরকারের

অনুমোদন নিতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে বলেছে, কোনও সরকারি কর্মচারী যদি এমন কিছু করেন যা আইনত অবৈধ, যেমন ভয় দেখিয়ে সাজানো বক্তব্য প্রদান করানো, ফাঁকা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া, অভিযুক্তকে বেআইনিভাবে আটক রাখা, মিথ্যা বা জাল নথি তৈরি করতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকা, হয়রানি বা হুমকি দেওয়ার জন্য তল্লাশি পরিচালনা করা—এইসব কার্যক্রম ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার সুরক্ষার আওতায় পড়বে না। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, যখন কোনও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার অভিযোগ ওঠে, তখন তিনি ১৯৭ ধারার সুবিধা দাবি করতে পারবেন না। আদালতের মতে, কোনও সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্বের অংশ হতে পারে না মিথ্যা মামলা দায়ের করা এবং তার জন্য প্রমাণ বা নথি জাল করা। আদালত আরও বলেছে, কোনও কর্মকাণ্ডের গুণমান বিচার করে যদি দেখা যায় যে, এর সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের মধ্যে কোনও যৌক্তিক বা যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক নেই, তখন তার পক্ষে দাবি করা যায় না যে, ১৯৭ ধারার অধীনে মামলার অনুমোদন প্রয়োজন। কারণ, মিথ্যা মামলা দায়ের করা এবং প্রমাণ জাল করা সরকারি দায়িত্বের অংশ হতে পারে না। আদালত এই মন্তব্যগুলি করেছে একটি মামলার প্রসঙ্গে, যেখানে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে, যা উত্তরপ্রদেশে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অজুহাত তৈরির উদ্দেশ্যে।

জম্মু-কাশ্মীরে ১১টি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হ্রদ, লক্ষাধিক মানুষের বিপর্যয়ের আশঙ্কা

প্রতিবেদন: জম্মু ও কাশ্মীরে সুউচ্চ পর্বতমালায় ৬৭টি 'সম্ভাব্য বিপজ্জনক' হ্রদ রয়েছে। এগুলির মধ্যে ১১টি হ্রদ 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' এবং তা বড় বিপর্যয় তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হ্রদগুলির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, যাতে বিধ্বংসী গ্লেসিয়াল হ্রদে বিস্ফোরণজনিত বন্যা মোকাবিলা করা যায়। কারণ, এধরনের বন্যা নিচু অঞ্চলে বসবাসরত লক্ষাধিক মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে এক নতুন গবেষণায় জানানো হয়েছে।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, জম্মু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে তিনটি গবেষক দলের প্রথম এই ধরনের গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে যে, কিছু আলপাইন হ্রদের স্থায়িত্ব বাইরের কারণ যেমন মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধস, তুষারধস বা ভূমিকম্পের দ্বারা গুরুতরভাবে বিপন্ন হতে পারে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এই কারণগুলি দ্রুত অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা নিম্ন প্রবাহের এলাকাগুলিতে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে পারে। এই গবেষণার কাজ জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বিভাগের মাধ্যমে গত বছর শুরু হয়েছিল। 'গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট' বন্যার আশঙ্কা বাড়াবে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষণা হয়।

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্প অঞ্চলের (সিসমিক জোন-৫) অন্তর্ভুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে ৩০০টিরও বেশি আলপাইন হ্রদ রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই হ্রদগুলি বিপুল সংখ্যক পর্বতারোহী এবং ট্রেকিং উৎসাহীদের আকর্ষণ করেছে, যা পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর হিমালয় অঞ্চলে বাড়তে থাকা মানব পদচিহ্নের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহের দ্রুত গলে যাওয়ার কারণে গত দুই দশকে জম্মু ও কাশ্মীরে আলপাইন হ্রদের সংখ্যা এবং বিদ্যমান কিছু আলপাইন হ্রদের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোরবন্দরে বাহিনীর কপ্টার ভেঙে মৃত ৩

প্রতিবেদন: রবিবাসরীয় দুপুরে মহড়া চলাকালীন গুজরাতের পোরবন্দরে ভেঙে পড়ল উপকূলরক্ষী বাহিনীর হেলিকপ্টার। প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিয়মমাফিক মহড়া চলাকালীন দুপুর ১২টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। হেলিকপ্টারটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোঁত্তা খেয়ে আছড়ে পড়ে বিমানবন্দরের রানওয়েতে। তার পরই আগুন ধরে যায়। রিপোর্ট বলছে, যে কপ্টারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে, সেটি অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার ধ্রুব। এটি ২০০২ সাল থেকে পরিষেবায় রয়েছে। সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রের জন্যই এটি তৈরি করা হয়।

ছত্তিশগড়ে গুলির লড়াই, ৪ মাওবাদী সহ এক পুলিশ হত

প্রতিবেদন: মাওবাদী কার্যকলাপ দমনের বিশেষ বাহিনী তৈরি করে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র-সহ মাও অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চালানো হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড়ে শনিবার থেকে শুরু হওয়া গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল চার মাওবাদীর। সেইসঙ্গে প্রাণ গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের এক হেড কনস্টেবলের। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র।

ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড় মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত। রবিবার ভোররাত পর্যন্ত সেখানে ডিআরজি এবং এসটিএফের যৌথবাহিনী অভিযান চালায়। সকালে চার মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়। উদ্ধার করা হয়েছে একে-৪৭ সহ বহু স্বয়ংক্রিয় বন্দুক, কার্তুজ। সান্নু কুমার নামে এক পুলিশ কর্মীরও অভিযান চলাকালীন মৃত্যু হয়।

হ্রদ জমে বরফ,হাঁটতে গিয়ে বিপদ

প্রতিবেদন: অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার সেলা হ্রদে বরফ জমা জলে আটকে পড়লেন পর্যটকরা। তড়িঘড়ি শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পর্যটকদের মধ্যে। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে যে পর্যটকরা হিমায়িত হ্রদের উপর হাঁটার চেষ্টা করতে গিয়ে বরফ ভেঙে আটকে পড়েন। দ্রুত আশপাশের লোকেরা দড়ি নিয়ে উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। এরপরই প্রশাসনের তরফে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।

চিহ্নিত মূল পান্ডা, পোস্টার দিয়ে মাথার দাম ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

এরপরই তৎপরতার সঙ্গে বিহারের বাসিন্দা সামি আখতার, আবদুল গনি এবং ইংলিশবাজারের বাসিন্দা টিঙ্কু ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের জেরা করে গ্রেফতার হয় ইংরেজবাজারের বাসিন্দা অভিজিৎ ঘোষ ও অমিত রজক। তাদের জেরা করেই খুনে মূল অভিযুক্ত হিসেবে কৃষ্ণ রজক ও বাবলু যাদবের নাম পায় পুলিশ। পুলিশের অনুমান, অমিত রজক ও তার ভাই কৃষ্ণ নিজেদের বাড়িতে বসে গোটা খুনের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছিল। বাবলার বাড়ি থেকে আড়াইশো মিটার দূরে রেলের কলোনিতে অমিতের বাড়ি। কিন্তু কৃষ্ণ ও বাবলু এখনও ফেরার। এবার দুই অভিযুক্তকে ধরতে তৎপর হল মালদহ পুলিশ। প্রত্যেকের মাথার দাম ২ লক্ষ টাকা করে ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের খোঁজ দিতে পারলে মিলবে নগদ পুরস্কার, পোস্টারে এমনই ঘোষণা করেছে মালদহ জেলা পুলিশ।

৮৬-র পঞ্চায়েত সদস্যা, সব কর্মসূচিতে

(প্রথম পাতার পর)

মাকড়দহ-১ নম্বর পঞ্চায়েতের চৌধুরিপাড়ার বাসিন্দা বেলাদেবী সংসার সামলে, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে দলের কর্মসূচিতে ছুটে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা ব্রিগেড সমাবেশ কিংবা একুশে জুলাইয়ের ধর্মতলার সমাবেশ, কোনও কিছুই বাদ নেই তাঁর। মাকড়দহ-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে দু'বার এবং জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে একবার নিযুক্ত হয়েছিলেন। শুধু জনসভা বা মিছিলে নয়, দলের প্রচারে কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লিখনেও শামিল হন তিনি। বাম জমানাতেও তৃণমূলের পতাকা হাতে মানুষের দাবি আদায়ে তাঁকে দেখা যেত সামনের সারিতে। তৃণমূলের প্রতি আনুগত্যে কোনওদিন বাদ সাধেনি তাঁর পরিবার। বরং তাঁকে উৎসাহ দিয়েছে।

দলে আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অশীতিপর বেলা চৌধুরিকে। তাঁর হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ। এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত বেলাদেবী জানালেন, মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা প্রথম দিন থেকে দিদির সঙ্গে আছি। তাঁর সঙ্গে অনেক মিটিং-মিছিলে হেঁটেছি। আজ সেইসব কথা ভীষণ মনে পড়ে। আমার বিশ্বাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও ভুল করতে পারেন না। এই বিশ্বাস নিয়েই থাকব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এখনও তিনি দলের হয়ে প্রচারে যান। সব কর্মসূচিতেই যোগ দেন। আজ তাঁর স্বামী ও দুই ছেলে নেই। পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে সংসার। ভাইপো-বউ এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নস্টালজিক বেলাদেবী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের প্রশংসা হলে আমি খুব আনন্দ পাই। বিধায়ক সীতানাথ ঘোষের কথায়, বেলা চৌধুরির মতো মানুষেরা আমাদের দলের সম্পদ। তাঁকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্বিত। তাঁর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

বিকাশ ভবনের চিঠি স্কুলে স্কুলে

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষকরা ডিআইদের কাছে জমা দেবেন এরপর ডিআইরা সেই তথ্য তুলে দেবেন বিকাশ ভবনের হাতে। সূত্রের খবর, যে স্কুলগুলিতে আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী রয়েছেন তাঁদেরকে তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী যে স্কুলে রয়েছেন সেখানে বদলি করার কথা ভাবা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য জানান, বিকাশ ভবন মাঝে মাঝেই এই ধরনের সমীক্ষা করে থাকে। এতে প্রত্যেকটি স্কুলের সার্বিক চিত্র বোঝা যায়। আমাদের স্কুলে কোনওরকম শিক্ষকের ঘাটতি নেই। আমার কাছে লিখিত আকারে নির্দেশিকা এসে পৌঁছলে আমরা দ্রুত তথ্য তুলে দেব ডিআইদের হাতে।

ইরানের মদতপুষ্ট হুথিরা ইয়েমেনের একটি বড় অংশ কব্জা করে ফেলেছে। গত বছর লোহিত সাগরে একাধিক মালবাহী জাহাজে হামলা চালিয়েছে তারা। পাশাপাশি ইজরায়েলকেও নিশানা করেছে। এরপরই আসরে নেমে লোহিত সাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বাণিজ্যের পথে 'হ্যারি এস ট্রুম্যান' বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করেছে আমেরিকা

২০২৫ ভাঙতে পারে উষ্ণতার রেকর্ড

বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস

প্রতিবেদন: মাত্রাছাড়া গরম ছিল গত বছর। আর পূর্বাভাস বলছে, গড় তাপমাত্রার নিরিখে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উষ্ণ বছরগুলির মধ্যে প্রথম তিনে থাকতে পারে ২০২৫। গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাও রেকর্ড পরিমাণে বাড়ার আশঙ্কা। জানিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লুএমও)।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির মানদণ্ডে এপর্যন্ত উষ্ণতম বছর হিসাবে ২০২৪ সালকে ধরা হচ্ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাক-শিল্প উৎপাদন যুগের তুলনায় বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হবে। তাই ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ রাখতে হবে ১.৫ ডিগ্রির কম। কারণ বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ডেকে আনবে বহু প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, চলতি শতকের মাঝামাঝি গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ শূন্যের কাছাকাছি না নিয়ে এলে সমূহ বিপদ। অথচ ইতিমধ্যেই বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১.৪৫ ডিগ্রি। এরপর তা ১.৫০ ডিগ্রির গণ্ডিও ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, এই দশকের মতো গরম এর আগে বিশ্ব দেখেনি। বিশ্বের উষ্ণতম ১০টি বছরের ১০টিই হল এই দশকের। যত সময় যাচ্ছে, জলবায়ুর ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে, যা মানবসভ্যতা ও জীবজগতের জন্য অতি উদ্বেগের। কার্বন নিঃসরণ না কমালে এর থেকে নিস্তার নেই। বিশ্ব আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে বিশ্বের সব দেশকে একযোগে কাজ করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে নিরন্তর মতবিনিময় ও সচেতনতার প্রচার জরুরি।

৫০ জন বিচারকের ভারত-সফর বাতিল করল ইউনুস সরকার

প্রতিবেদন: প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে আসার কথা ছিল বাংলাদেশের ৫০ জন বিচারকের। এই প্রশিক্ষণের খরচও ভারতেরই দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারকদের সেই প্রশিক্ষণ-সফর রবিবার বাতিল করে দিল ইউনুস সরকার। এই ঘটনা হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশে ভারত-বিদ্বেষের নয়া অস্ত্রকে শান দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপরেও ইউনুস সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে আসছেন না বাংলাদেশি বিচারকরা। অথচ প্রথমে তাঁদের এই সংক্রান্ত অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। রবিবার তা বাতিল করে দিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি এবং স্টেট জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমিতে ১০-২০ ফেব্রুয়ারি ওই প্রশিক্ষণে আসার কথা ছিল বাংলাদেশের বিচারকদের। বাংলাদেশের কাগজ 'প্রথম আলো' জানিয়েছে, রবিবার তা বাতিল করে দিয়েছে সে দেশের আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। ভারতে প্রশিক্ষণে আসার কথা ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন নিম্ন আদালতের সহকারী বিচারক, সিনিয়র সহকারী বিচারক, যুগ্ম জেলা ও দায়রা বিচারক, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক, জেলা ও দায়রা বিচারক এবং অন্য সমপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের ভিত্তিতে গত ৩০ ডিসেম্বর সেদেশের আইনমন্ত্রক ৫০ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিককে প্রশিক্ষণে আসার অনুমতি দেয়। এরপর প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়, বাংলাদেশের আইনমন্ত্রক থেকে ৫০ জন

বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার চেষ্টা?

বিচারককে ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রকের উপসচিব (প্রশিক্ষণ) আবুল হাসানাতের সই-সহ ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচ ভারত সরকারই বহন করবে। সফর প্রস্তুতির শেষপর্বে রবিবার অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

অনুমতি বাতিলের কথা জানিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক, নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল-সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সংস্থা এবং মন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছে ইউনুস সরকারের আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক রক্ষায় ইউনুস সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে।

চার ফোনে চার বিয়েই ধরিয়ে দিল হিজবুল্লা কমান্ডার শুক্রকে

প্রতিবেদন: একসঙ্গে চার-চারটি বিয়ে। তাও আবার আলাদা চারটি ফোনে। আজব এই কাণ্ডই শেষমেশ কাল হল। ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হানায় মৃত্যু হল হিজবুল্লা কমান্ডার ফুয়াদ শুক্রর। ওই একই ঘটনায় তেহরানে ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ যায় হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ারও। ৩০ জুলাইয়ের ঘটনা। এতদিন পর পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে নেপথ্যের কারণ সামনে এসেছে।

এই হত্যার ঘটনার সূত্রে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বলা হচ্ছে, হিজবুল্লা জঙ্গি ফুয়াদ শুক্রর চারটি বিয়ে আর চারটি ফোনের সূত্র ধরেই লেবাননের দুর্ভেদ্য হিজবুল্লা-ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে ইজরায়েল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে এই তথ্য সামনে এসেছে।

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ গোপনসূত্রে খবর পায়, একইসঙ্গে চারজন নারীকে বিয়ে করতে চলেছেন হিজবুল্লা কমান্ডার শুক্র। চারজনকে বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলেও চার পত্নী রাখা নিয়ে প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন তিনি। সেই কারণেই একসঙ্গে এতগুলি বিয়ের ভাল-মন্দ নিয়ে পরামর্শ চাইতে হিজবুল্লার তৎকালীন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হাশেম সাফিদ্দিনের শরণাপন্ন হন। সাফিদ্দিনের পরামর্শেই এরপর চারটি আলাদা ফোনের মাধ্যমে চারজনকে বিয়ে করেন ওই হিজবুল্লা কমান্ডার। আর তাতেই মরণ-বিপদ ঘনিয়ে আসে শুক্রের জীবনে। মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক থেকে শুক্রের গোপন ঘাঁটি খুঁজে পায় নেতানিয়াহুর দেশ।

বেশ কিছুদিন ধরেই দুর্ধর্ষ এই হিজবুল্লা কমান্ডারকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ইজরায়েল। এর জন্য ফাঁদও পাতা হয়। ৩০ জুলাই ফোন করেই বেইরুটের গোপন আস্তানা থেকে বের করে আনা হয় শুক্রকে। নিখুঁত কৌশলে এই কাজ করেছিলেন ইজরায়েলি গোয়েন্দারা। শুক্রর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। মারা হয় শুক্র এবং তাঁর এক স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে। নিহতদের তালিকায় ছিলেন আরও দুই মহিলাও। যদিও তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। তবে চমকপ্রদ এই অভিযান যে হিজবুল্লা জঙ্গির ফোনে বিয়ের সূত্রেই, তা এখন সামনে আসছে।

বিশ্বের বৃহত্তম গুহা হাং সন ডুং, এখন পর্যটকদের সেরা আকর্ষণ

প্রতিবেদন: ভিয়েতনামের অত্যাশ্চর্য নদী-গুহা। পৃথিবীর বৃহত্তম এই গুহায় চলে বিমান। এই গুহায় রয়েছে নিজস্ব আকাশ, আকাশে মেঘের ভেলা। দুর্গম এই গুহায় রয়েছে আরও নানা চমক। পর্যটকদের বিস্মিত করার এক অনন্য প্রাকৃতিক ঠিকানা।

হাং সন ডুং। অর্থৎ পাহাড়ি নদী-গুহা। ভিয়েতনাম-লাওস সীমান্তে অবস্থিত। গুহার প্রবেশদ্বার ভিয়েতনামের কোয়াং বিন প্রদেশে হোং হা কে বাং জাতীয় উদ্যানে। এই চুনাপাথরের গুহাটির বয়স আনুমানিক ২০ থেকে ৫০ লক্ষ বছর। আবিষ্কার হয়েছিল ১৯৯১ সালে। কী করে আবিষ্কার, তাও এক গল্প। স্থানীয় এক কৃষক প্রথম লক্ষ্য করেন গুহাটি। হো হান নামের ওই কৃষক দুষ্প্রাপ্য ভেষজের খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছিলেন। যাত্রাপথে আচমকা শুরু হয় বৃষ্টি। আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতেই আশ্চর্যজনকভাবে দেখা পান ঐতিহাসিক গুহাটির। সেখানেই আশ্রয় নেন তিনি। সেই সময় শুনতে পান তীব্র বেগে নদী বয়ে যাওয়ার শব্দ। আশ্চর্য হয়ে যান কৃষক। গুহার ভিতরে কোথা থেকে এল নদী? উৎসুক হয়ে এগিয়ে যান। তারপর দেখেন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। অন্তহীন গুহা। উপরে ভাসছে মেঘ। দুর্গম পথ দেখে আর বেশি এগোননি। ফিরে আসেন ওই কৃষক। কিন্তু গভীর বন থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয়বার আর তিনি হদিশ পাননি গুহার।

তারপর কেটে যায় ১৮ বছর। এবার আর এক শিকারি গুহাটির সন্ধান পান। তিনি কিন্তু গুহার ঠিকানা ভুলে যাননি। পরে তাঁর মাধ্যমেই বিশ্বের সামনে আসে ওই অনন্য গুহার অস্তিত্ব। সন্ধানে নেমে জানা যায় এটিই বিশ্বের বৃহত্তম গুহা।

এর আগে মালয়েশিয়ার ডিয়ার কেভ ছিল বৃহত্তম গুহার শিরোপার অধিকারী। নয়া এই আবিষ্কারে ডিয়ার কেভকে সরিয়ে বৃহত্তম গুহার শিরোপা পায় সং ডং। ব্রিটিশ কেভ রিসার্চের অভিযাত্রীরা ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই গুহায় অভিযান চালান। এর মধ্যে রয়েছে বিশাল চুনাপাথরের প্রাচীর। ওই প্রাচীরের নাম দেওয়া হয় গ্রেট ওয়াল অফ ভিয়েতনাম। গুহাটি প্রায় ৬৬০ ফুট উঁচু। চওড়ায় ৪৯০ ফুট। ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ গুহাটির ছাদে দুটি বিশাল সিঙ্কহোল বা গহ্বর আছে। সেখান দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করে। ফলে উদ্ভিদের বংশবিস্তারও হয় গুহার মধ্যে।

২০১৯ সালে জানা যায় ওই গুহাটি আরও একটি গুহার সঙ্গে সংযুক্ত। এই গুহায় থাকা সর্বোচ্চ চুনাপাথরের স্তম্ভের উচ্চতা ২৬২ ফুট। গুহায় বাধা বলতে শুধু ওই স্তম্ভটিই। তা না হলে বিমানও উড়ে যেতে পারত এই গুহা দিয়ে। ৪০ তলা উঁচু গগনচুম্বী অট্টালিকাও এখানে অবহেলায় আশ্রয় নিতে পারে। গুহার মধ্যে রয়েছে নিজস্ব আবহাওয়া চক্র। গুহার আকাশে তৈরি হয় মেঘ। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয় পর্যটন। তবে প্রতিবছর সীমিত সংখ্যক পর্যটক অনুমতি পান গুহায় পা রাখার। টানা দু'দিন গভীর অরণ্যের মধ্যে ট্রেক করে তবেই পৌঁছনো যায় অত্যাশ্চর্য গুহামুখে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩০ ডিসেম্বর কলকাতার শিশির মঞ্চে 'মায়া বৌ' কাব্যগ্রন্থের পাঠ উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ কবিতাসন্ধ্যা। আয়োজনে দক্ষিণের বারান্দা

খোলা হাওয়া

কল্পতরু উৎসব

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরু হয়েছিলেন। ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ''তোমাদের চৈতন্য হোক।'' পরবর্তী সময়ে দিনটি পালিত হতে থাকে কাশীপুর উদ্যানবাটি-সহ বিভিন্ন জায়গায়। ১ জানুয়ারি হাওড়ার বাণীনিকেতন ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত হয় কল্পতরু উৎসব। রামরাজাতলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন স্বামী আত্মভূতানন্দ, হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী প্রমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং সারদা দেবীর পুজোর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কিছু মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। পুরস্কৃত করা হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতার কৃতীদের। পরিবেশিত হয় বাউল গান, ভক্তিগীতি। মঞ্চস্থ হয় নন্দ বসু নির্দেশিত নাটক 'ভক্তের ভৈরব'। সবাইকে ধন্যবাদ জানান আয়োজক সংস্থার সম্পাদক মানস চক্রবর্তী।

রঙ্গমঞ্চের গান

বাংলার মঞ্চ অভিনয় তথা মঞ্চগানের কিংবদন্তি মহিলা শিল্পীদের জানানো হল এক অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। অ্যাকাডেমি থিয়েটার এবং ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোডাকশনের নিবেদনে হয়ে গেল এক অভিনব অপেরাধর্মী প্রয়োজনা। কানন দেবী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, নীহারবালা, আশ্চর্যময়ী, প্রভা দেবী, কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলার রঙ্গমঞ্চের কিংবদন্তি মহিলা শিল্পীদের নাচে, গানে, কথায় স্মরণ করলেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌবনী সরকার, রিচা শর্মা, অভিরূপ সেনগুপ্ত প্রমুখ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের কিংবদন্তিদের নিয়ে এইরকম উদ্যোগ বেশ অন্যরকম। দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, বাংলার রঙ্গমঞ্চের কিংবদন্তি অভিনেত্রীদের কাজকে একটা অপেরা ধর্মী প্রয়োজনায় তুলে ধরার এই প্রয়াস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল সময়ের নথি হিসেবে থেকে যাবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম আয়োজিত বৈচিত্র্যের মাঝে মহামিলনের উৎসবে মেতেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত এই মেলা-উৎসবে মনমুগ্ধ করা নানা আয়োজনের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। বাংলায় বসবাসকারী মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও পার্সি সমাজের প্রতিনিধিরা নাচ-গান-কবিতায় এবং তাঁদের সংস্কৃতির কোলাজের মধ্য দিয়ে আলোকিত করছেন এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। শনিবার এমনই এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বাঙালি মুসলিমদের কৃষ্টির একঝলক ফুটিয়ে তুলল 'একটি কুসুম'। সহযোগিতায় ছিল 'পুবের কলম'। অনুষ্ঠানে প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসান, সমাজকর্মী সাবির আহমেদ এবং শিক্ষাব্রতী ড. জাহাঙ্গীর বিশ্বাসকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের হাতে মেমেন্টো, উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন 'একটি কুসুম' এবং 'পুবের কলম' পরিবারের জেবা নিমত নাহার, নুসরত হাসান ও আহমদ হাসান। এইদিন সন্ধেয় মুর্শিদাবাদের লোকগীতির শিল্পীরা যেমন মন মাতালেন, তেমন দেশপ্রেমের গান 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' শ্রোতা-দর্শকদের মাতালেন হাওড়ার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের ছাত্রীরা। অন্য একটি দল জাতীয় পতাকা হাতে 'হিজাব পরিহিতা' অবস্থায় নৃত্যের তালে দর্শকদের নজর কাড়ে। ডোমজুড়ের তাওহিদ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কচিকাঁচারা তাদের পরিবেশনায় দর্শক-মনে জায়গা করে নেয়। সাহানারা খাতুন, মুজিবর রহমান, সহেলী পারভিন ও শাহনাওয়াজ খানের কবিতার কোলাজে ছিল সাম্য, মৈত্রী ও কাছে থাকার বার্তা। নজর কাড়ে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সোমঋতা মল্লিক ও তাঁর দল 'ছায়ানট'-এর পরিবেশনা। মঞ্চ আলোকিত করে থাকেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ও বিত্ত নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

মেলায় কবি সম্মেলন

২৯ ডিসেম্বর, হাওড়ার গড়ভবানীপুর রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলায় আয়োজিত হয় কবি সম্মেলন। লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা করেন অয়ন ঘোষ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নীলোৎপল গুপ্ত, তপন গোস্বামী, এস মনিরউদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন দিলীপ বসু। কবিতাপাঠে অংশ নেন অশোক অধিকারী, দেবদুলাল পাঁজা, ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, স্বপন নন্দী, চন্দ্রাবলী মুখোপাধ্যায়, জুলি লাহিড়ী, রেশমা খাতুন, উজ্জ্বল মাজি, বুদ্ধদেব মণ্ডল, অর্ণব সাউ, চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র, পলাশ পোড়েল, শুদ্ধশীল ঘোষ প্রমুখ। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি এবং গান। সঞ্চালনা করেন সৌমিত বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুখেন্দু চন্দ্র, কাশীনাথ দাশ।

বৈতানিক উৎসব

শীতের মরশুমে উৎসবের কলকাতায় বিশেষ সংযোজন 'বৈতানিক উৎসব'। অনুষ্ঠিত হল ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর, এলগিন রোড বৈতানিকে। পাঁচদিনের উৎসবের প্রথম দিনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। বর্ণময় জীবনের মতোই তাঁর গানে আপাত কঠিন, চমকপ্রদ আর আভিজাত্যের মিশেল। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানও ছিল। গানের পাশাপাশি ছিল নাচ, গল্প, কবিতা, নাটক, শ্রুতিনাটক ইত্যাদি। প্রথাগত এবং প্রথাভাঙা নতুন আঙ্গিকে। আলোচনায় ছিলেন রজতকান্ত রায়।

শীতবস্ত্র ও খাবার দান

দান সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি কম্বল, শুকনো খাবার এবং শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্টেশনে থাকা কিছু মানুষের জন্য। গন্তব্যস্থল ছিল রানাঘাট থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত সমস্ত স্টেশন। বিগত কয়েকবছর ধরে সামাজিক কল্যাণে সংগঠিতভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ করছে আয়োজক সংস্থা। মূল উদ্যোক্তা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষক সুব্রতরঞ্জন ধাড়া জানান, ''শীত আমাদের সবার জন্য সহজ নয়। বিশেষ করে যাঁরা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটান। সমাজের এই অসহায় মানুষজনের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে গরম কাপড় ও কম্বল বিতরণ করা হল। আমাদের লক্ষ্য হল, যাঁদের শীত নিবারণের উপায় নেই, তাঁদের কাছে কিছুটা উষ্ণতা পৌঁছে দেওয়া। এইবছর আমরা ২০০ জন মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। এই উদ্যোগ সফল করতে আমাদের সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা সহায়তা করেছেন। আশা করছি আগামী বছর ৩০০ জনকে সাহায্য করতে পারব।''

সোশ্যাল মিডিয়া লিটারেরি মিট

৬ বছরে পা রাখল সোশ্যাল মিডিয়া লিটারেরি মিট। অনুষ্ঠিত হল ২১-২২ ডিসেম্বর, হাতিবাগান নটী বিনোদিনী অ্যাম্ফিথিয়েটারে। পরিবেশিত হল একক এবং দলগত অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা।

চিত্র কর্মশালা ও কবিতা উৎসব

৩১ ডিসেম্বর, বছরের শেষদিন হুগলি জেলার দশঘরায় শিশু সাহিত্যিক অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়োজনে কবি, চিত্রশিল্পী, আবৃত্তিশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হল দশঘরা সংস্কৃতি মেলা, চিত্র কর্মশালা ও কবিতা উৎসব। অংশগ্রহণ করেন অপূর্বকুমার কুণ্ডু, রূপক চট্টরাজ, সুখেন্দু মজুমদার, হাননান আহসান, বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস, প্রদীপ প্রধান, অ্যালবার্ট অশোক, বিকাশ কুণ্ডু, প্রবীর ব্রহ্মচারী, অঞ্জল চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব ঘাঁটি প্রমুখ। শতাধিক খুদে চিত্রশিল্পী বসে আঁকো এবং চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। সঞ্চালনায় ছিলেন শাশ্বতী রায়, চন্দনা দাস ও টিটা ইসলাম।

মাঠে ময়দানে
6 January, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলের মতো স্কট বোল্যান্ডও ভুল সময়ে জন্মেছে, মন্তব্য ব্রেট লির

পাল্টা পাক

■ **কেপটাউন :** দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও হার বাঁচাতে লড়ছে পাকিস্তান। বিপক্ষের ৬১৫ রানের জবাবে, রবিবার পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৯৪ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল। বাবর আজম (৫৮ রান) ও মহম্মদ রিজওয়ান (৪৬ রান) ছাড়া বাকিরা ব্যর্থ। দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা ৩ উইকেট দখল করেন। ২টি করে উইকেট পান কেশব মহারাজ ও কোয়েনা মাফাকা। ফলো-অন করে অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াই করছেন পাক ব্যাটাররা। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত কোনও উইকেট না হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৬৯ রান তুলেছে পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে ছন্দে বাবর আজম। তিনি ৬৯ রানে ব্যাট করছেন। শান মাসুদ অপরাজিত রয়েছেন ৮১ রানে।

কিউয়িদের জয়

■ **ওয়েলিংটন :** বল হাতে ৪ উইকেট নিলেন ম্যাট হেনরি। ব্যাট হাতে ঝোড়ো ৯০ রানের ইনিংস খেললেন উইল ইয়ং। নিটফল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৯ উইকেটে জিতল নিউজিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৪৩.৪ ওভারে ১৭৮ রানেই অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন আভিষ্কা ফার্নান্ডো। ১৯ রানে ৪ উইকেট নেন হেনরি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, উইল ইয়ংয়ের ৮৬ বলে অপরাজিত ৯০ রানের সুবাদে ২৬.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। রাচিন রবীন্দ্র ৪৫ করে আউট হন। ২৯ রানে নট আউট থাকেন মার্ক চ্যাপম্যান।

মূলপর্বে নাগাল

■ **অকল্যান্ড :** অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে ফর্মে সুমিত নাগাল। ভারতীয় টেনিস তারকা রবিবার অকল্যান্ডের এএসবি ক্লাসিক টুর্নামেন্টের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এদিন বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে ফ্রান্সের আদ্রিয়ান মানারিনোকে ৭-৬ (৭/৫), ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই নাগাল মূলপর্বের টিকিট পেয়ে যান। প্রসঙ্গত, বাছাই পর্বের প্রথম রাউন্ডে নিউজিল্যান্ডের আলেকজান্ডার ক্লিন্টচারভকে ১-৬, ৬-৩, ৬-১ সেটে হারিয়েছিলেন লাগাল। এবার মূলপর্বের প্রথম ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ বিশ্বের ৯৮ নম্বর আমেরিকার অ্যালেক্স মিশেলসেন। নাগালের র‍্যাঙ্কিং ৮৪।

রোহিত-বিরাটই সিদ্ধান্ত নিক : গম্ভীর

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষ। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির বিদায় কি আসন্ন? রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রশ্নের মুখে নিজের দায় এড়ালেন কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর সাফ কথা, ‘‘কারও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি কিছু বলব না। সেটা ওরাই ঠিক করবে। তবে একটা কথা, ক্রিকেটের প্রতি আবেগ, সাফল্যের খিদে একই রকম রয়েছে। আশা করি, আগামী দিনে ওরা ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যে সিদ্ধান্তই নেবে, সেটা ভারতীয় ক্রিকেটের কথা ভেবেই নেবে।’’

খারাপ ফর্মের জন্য সিডনি টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত। এই প্রসঙ্গে গম্ভীরের বক্তব্য, ‘‘এটা নিয়ে অনেক কিছু বলা ও লেখা হয়েছে। তবে এটা দলের নয়, রোহিতের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেটাও দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। আগামী দিনেও কেউ এমন কাজ করলে, আশা করি দলের স্বার্থ মাথায় রাখবে।’’ একই সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য পাওয়ার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা জরুরি। জানাচ্ছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, ‘‘আমি সব সময় চাই জাতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলুক। ঘরোয়া ক্রিকেটকে আরও গুরুত্ব দিক। যাদের লাল বলের ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে, তাদের যত বেশি সম্ভব ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত। আপনি যদি ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দেন, তাহলে তো টেস্ট খেলার যোগ্য ক্রিকেটারই খুঁজে পাবেন না।’’

এর আগেও গম্ভীর জানিয়েছিলেন, জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই হবে। যদিও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো সিনিয়র তারকারা কোচের কথায় পাত্তা না দিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন সেই সময়। মেলবোর্ন টেস্টে হারের পর থেকেই ভারতীয় ড্রেসিংরুমের অশান্তির খবর ছড়িয়ে পড়েছে। গম্ভীর যদিও বলছেন, ‘‘এটা একটা দল। একজন বা দু’জনের বিষয় নয়। এই দলের কেউ একটাও টেস্ট খেলেনি। আবার কেউ একশোর বেশি টেস্ট খেলেছে। কিন্তু আমার কাছে সবাই সমান।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘কোচ হিসাবে আমার চাহিদা হল, সবাই নিজের একশো শতাংশ দিয়ে লড়াই করবে। শুধু ক্রিকেটাররা নয়, সাপোর্ট স্টাফদেরও একশো শতাংশ দিতে হবে। আমাদের সবার লক্ষ্য জয়। তার জন্য সততার সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে।’’

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে চোটের জন্য বল করতে পারেননি জসপ্রীত বুমরা। গম্ভীর বলছেন, ‘‘একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই। বুমরা না থাকায় ভারত হেরেছে, ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। তবে বুমরা থাকলে ভাল হত। তবে আমাদের হাতে আরও পাঁচজন বোলার ছিল। বুমরা এই সিরিজে অসাধারণ বল করেছে। কিন্তু কোনও ভাল দল বিশেষ একজনের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না।’’

গম্ভীরকেও পারফর্ম করতে হবে : সৌরভ

প্রতিবেদন : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক হল না ভারতের। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, তিনি কাউকে দোষারোপ করতে চান না।

পারথে ভারত দাপটে প্রথম টেস্ট জেতার পর সৌরভ অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছিলেন, প্যাট কামিন্সদের সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে জিততে হলে। অ্যাডিলেড থেকেই অস্ট্রেলিয়া চেনা মেজাজে। ভারত ব্যাকফুটে। রবিবার ময়দানে সিএসজেসি মিডিয়া ফুটবলের কিক অফ করে সৌরভ বলেন, ‘‘টেস্ট জিততে হলে সকলকে রান করতে হবে। ক্রিকেট টিম গেম। ব্যর্থতার জন্য কোনও একজনকে দোষ দেওয়া যায় না।’’ কেন এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা বিরাটের? দেশের সর্বকালের অন্যতম সফল অধিনায়ক আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘‘বুঝতে পারি না। এত বড় খেলোয়াড় তো! তবে আমি নিশ্চিত যে এই সমস্যা ও কাটিয়ে উঠবে।’’ সিডনি টেস্টে রোহিতের সরে দাঁড়ানো বা লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর সম্ভাব্য অবসর জল্পনা নিয়ে সৌরভের বক্তব্য, ‘‘এটা ওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কী করবে সেটা ও জানে।’’ কোচিং স্টাফদের নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গৌতম গম্ভীর কি কোচ হিসেবে ব্যর্থ? পারফর্ম করতে হবে, বলছেন সৌরভ।

কামিন্স বললেন

আর না এলে মিস করব বিরাটকে

সিডনি, ৫ জানুয়ারি: রোহিত শর্মা তো বটেই, বিরাট কোহলিও সম্ভবত শেষ টেস্ট খেলে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। আর এমন সম্ভাবনায় হতাশ হয়েছেন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। পারথে সেঞ্চুরি বাদ দিলে সফরে যতই হতাশ করুন, বিরাটের ‘থিয়েটার’ মিস করবেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। দশ বছর পর বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ পুনরুদ্ধার করে কামিন্স বলেছেন, ‘‘বিরাটের সঙ্গে এতগুলো বছর দুর্দান্ত লড়াই হয়েছে। অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী। রান যা-ই করে থাকুক, মাঠে ও থাকলে যে নাটকীয়তা তৈরি হয় সেটা কখনও ভাল আবার কখনও বিপক্ষকে তাতিয়ে দেওয়ার মতো। আমরা জানি, এটা ওর পরিকল্পনার অঙ্গ। গত এক দশক বা তার বেশি সময় ধরে বিরাট তারকা ব্যাটার। ওর উইকেট পেলেই মনে হয় ম্যাচ জিতে গিয়েছি। হতাশ হব যদি এটাই ওর শেষ সিরিজ হয়।’’ গত ১০ বছরে ভারতকে টেস্ট সিরিজে হারাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। নিজেদের দেশেই দু’বার হারতে হয়েছে।

শরীর সঙ্গ দিল না, হতাশ বুমরা

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : ভারত সিরিজ হারলেও, পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। যদিও পিঠের চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে বল করতে পারেননি ভারতীয় পেসার।

সিরিজের সেরা হয়েও তাই মন খারাপ বুমরার। তিনি বলছেন, ‘‘খুব হতাশ লাগছে। প্রয়োজনের সময় বল করতে পারলাম না। কিন্তু শরীরের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। এই সিরিজে নিজের বোলিং দারুণ উপভোগ করেছি। রবিবারও বল করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শরীর সঙ্গ দিল না। প্রথম ইনিংসে বল করার সময়ই অস্বস্তি হচ্ছিল। আজ সকালেও খুব চেষ্টা করেছিলাম যাতে কয়েকটা ওভার বল করতে পারি।’’

১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হারলেও, বুমরা মনে করেন, দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। তিনি বলছেন, ‘‘গোটা সিরিজেই তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে। আজ সকালেও আমরা লড়াইয়ে ছিলাম। এই সিরিজ আমাদের আরও অভিজ্ঞ করবে। সিরিজ হারলেও, আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমাদের দলে এবার অনেক তরুণ ক্রিকেটার ছিল। যারা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবার টেস্ট খেলল। ওদের মধ্যে প্রতিভা এবং ভাল খেলার খিদে রয়েছে। এই সিরিজের অভিজ্ঞতা ওদের আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।’’

বুমরা আরও বলেছেন, ‘‘ক্রিকেট প্রতিদিনই কিছু না কিছু শেখায়। আরও বেশি সময় ম্যাচে থাকা, বিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করা এবং পাল্টা চাপ সহ্য করাটাও খুব জরুরি। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের খেলার ধরনে পরিবর্তন করতে হয়। এই শিক্ষাগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘সব মিলিয়ে দুর্দান্ত একটা সিরিজ খেললাম। অস্ট্রেলিয়া যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে। ওদের অভিনন্দন। আমরা নিজেদের ভুল এবং দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করব। থেমে থাকার কোনও সুযোগ নেই।”

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

6 January, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৬ জানুয়ারি ২০২৫
সোমবার

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ ভারত পাকিস্তানে খেলবে না বলে ক্ষতিপূরণও পাচ্ছে পিসিবি

মুম্বইয়ের মাঝমাঠকে গুরুত্ব দিচ্ছেন অস্কার

প্রতিবেদন: আইএসএলের প্রথম ছয় ম্যাচে কোনও পয়েন্ট না পাওয়ায় অনেক পিছিয়ে যেতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। অস্কার ব্রুজোর হাত ধরে পরের সাত ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে পুরনো বছরের শেষ পর্বে লিগের লড়াইয়ে ফিরেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সোমবার নতুন বছরে প্রথম ম্যাচে নামছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসরা। ঘরের মাঠে অস্কারের দলের নতুন লড়াই গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে। যারা এবার চেনা ছন্দে নেই। শেষ ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন গোলে হেরে অ্যাওয়ে ম্যাচে লাল-হলুদের মুখোমুখি মুম্বই। পয়েন্ট তালিকায় ইস্টবেঙ্গল যখন ১১ নম্বরে, তখন তিরি, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের মুম্বই রয়েছে ৭ নম্বরে। তবে ক্লেটন সিলভাদের কোচ অফ ফর্মের মুম্বইকেও সমীহ করছেন। ডার্বির আগে এই ম্যাচ জিতে সুপার সিক্সের আশা বাঁচিয়ে রাখতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

মুম্বই দ্বৈরথের আগে লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তি বাড়িয়েছে আনোয়ার আলি, লালচুংনুঙ্গার ফিট হয়ে যাওয়া। দু'জনেই খেলার জন্য তৈরি। তবে ম্যাচের আগের দিনও সৌভিক চক্রবর্তীর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল। অস্কার জানিয়েছেন, সৌভিকের খেলার সম্ভাবনা ৫০-৫০। যদিও রবিবার আনোয়ারদের সঙ্গে পুরোদমেই অনুশীলন করেছেন সৌভিক। বাঙালি মিডফিল্ডার খেলতে না পারলে মুম্বইয়ের মাঝমাঠের দাপট ও উইং-প্লে আটকাতে জিকসন সিং ও আনোয়ারকে ডিফেন্সিভ ব্লকার হিসেবে খেলাতে পারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

মুম্বই ম্যাচের প্রস্তুতিতে আনোয়াররা। রবিবার।

সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বললেন, ''মুম্বই সিটি লিগের অন্যতম সেরা দল। যথেষ্ট শক্তিশালী। ওরা একটা নির্দিষ্ট স্টাইলে খেলে। ওদের মাঝমাঠের ধার বেশি। দুই উইং দিয়ে দ্রুত গতিতে সবচেয়ে বেশি আক্রমণে ওঠে। গত ম্যাচে হারের ক্ষত নিয়ে ওরা নামছে। তবে ওদের শক্তি ও দুর্বলতা আমরা জানি। সেই অনুযায়ী আমরা পরিকল্পনা করব। সেটা মাঠে কার্যকর করতে হবে।''

ডার্বির আগে তালালের পরিবর্ত নতুন বিদেশি শহরে চলে আসতে পারেন। মঙ্গল-বুধবারের মধ্যে নতুন বিদেশির নাম ঘোষণা করতে পারে ক্লাব। ভিসা সমস্যা কাটিয়ে সাউল ক্রেসপোও চলে আসছেন ডার্বির আগে।

বলে শট মেরে সিএসজেসি মিডিয়া ফুটবলের সূচনা করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেমিফাইনালে উঠেছে জাগোবাংলা। রবিবার।

লিগে বড় জয়

প্রতিবেদন: বড় জয়ে ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৭ এলিট যুব লিগে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মাঠে ছোটদের মিনি ডার্বিতে মহামেডানকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল মোহনবাগান। হ্যাটট্রিক করেন প্রেম হাঁসদা। বাকি দু'টি গোল করেন থাংগাইসাং হাওকিপ এবং আলি হোসেন খান। অন্য ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচেই দাপটে হারাল অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে। খেলার ফল ৪-০। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন শেখর সর্দার। বাকি দু'টি গোল করেন প্রিয়াংশু প্রধান ও পালিবা।

সুদীপ-শামির লড়াই ব্যর্থ, হার বাংলার

প্রি-কোয়ার্টারে সামনে হরিয়ানা

প্রতিবেদন: বিজয় হাজারে ট্রফিতে গ্রুপের শেষ ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে হার বাংলার। এদিন হারায় গ্রুপ শীর্ষে থেকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা হচ্ছে না মহম্মদ শামিদের। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেই শেষ আটের ছাড়পত্র পেতে হবে বাংলাকে। ৯ জানুয়ারি প্রতিপক্ষ হরিয়ানা। বরোদা এদিন জেতায় ২০ পয়েন্ট নিয়ে তারাই শীর্ষে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা গ্রুপ রানার্স।

রবিবার হায়দরাবাদে রজত পাতিদারের অপরাজিত ১৩২ রানের সৌজন্যে বাংলাকে ৬ উইকেটে হারাল মধ্যপ্রদেশ। কাজে এল না বঙ্গ অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি ও শামির ব্যাটিং বিক্রম। ম্যাচ শুরুর আগে মুকেশ কুমারের ঘাড়ের চোট বাংলাকে সমস্যায় ফেলে। বোলাররা দাগ কাটতে ব্যর্থ।

প্রথমে ব্যাট করে অভিষেক পোড়েলের উইকেট হারাতে হলেও সুদীপ ঘরামি ও সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৯২ রান যোগ করে বাংলা লড়াইয়ে ফেরে। সিনিয়র সুদীপ (৪৭) আউট হলেও অধিনায়ক সুদীপ (ঘরামি) বাকিদের নিয়ে বাংলার ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু কেউ সেভাবে সঙ্গ দিতে পারেননি অধিনায়ককে। সুদীপ (৯৯) মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। তিনি আউট হওয়ার পর শামির ৩৪ বলে ৪২ রানের ক্যামিও বাংলাকে আড়াইশো রানের গণ্ডি টপকাতে সাহায্য করে। মারেন পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি।

জবাবে ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই মধ্যপ্রদেশের দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দেন শামি ও কনিষ্ক শেঠ। কিন্তু তৃতীয় উইকেটে পাতিদার ও শুভম শর্মার ১৮৫ রানের জুটি বাংলার হাত থেকে ম্যাচ বের করে নেয়। শুভম ৯৯ রান করেন। অপরাজিত ১৩২ রান করে ম্যাচের সেরা পাতিদার।

জয়ী সাবালেঙ্কা

ব্রিসবেন : ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল টেনিসে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন এরিনা সাবালেঙ্কা। বিশ্বের দু'নম্বর সাবালেঙ্কা ফাইনালে হারিয়েছেন রাশিয়ার পোলিনা কুডেরমেটোভাকে। তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ৪-৬, ৬-৩, ৬-২ ফলে বাজিমাত করেন সাবালেঙ্কা। বেলারুশ তারকার চোখ এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। শেষ দু'বারই (২০২৩ ও ২০২৪ সাল) অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাবালেঙ্কা। এই কৃতিত্ব প্রাক্তন তারকা মার্টিনা হিঙ্গিস (১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সাল) ছাড়া আর কারও নেই। এবার সাবালেঙ্কার সামনে বিশ্বের প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে টানা তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের হাতছানি।

ডার্বির জন্য তৈরি হচ্ছেন দিমি-গ্রেগ

প্রতিবেদন : ১১ জানুয়ারির ফিরতি ডার্বির ভেনু চূড়ান্ত হতে পারে সোমবার। গুয়াহাটিই এগিয়ে। বিকল্প ভেনু দিল্লি অথবা ভুবনেশ্বর। আইএসএলের ফিরতি ডার্বি নিয়ে জট না কাটলেও মোহনবাগান শিবির এখন পুরোপুরি ডার্বির গ্রহে। তিনদিন ছুটির পর সোমবার থেকে বড় ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান। তবে ছুটি নেই দিমিত্রি পেত্রাতোস ও গ্রেগ স্টুয়ার্টের। দু'জনেই চূড়ান্ত ফিট হওয়ার চেষ্টায়।

রবিবার সকালে ডার্বির আগে বিরল এক দৃশ্য দেখা গেল। যখন যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড টু-তে মুম্বই ম্যাচের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ইস্টবেঙ্গল, তখন ঠিক পাশের মাঠেই ফিজিওকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ চক্কর দিলেন দিমিত্রি ও স্টুয়ার্ট। যত তাড়াতাড়ি বড় ম্যাচের আগে দুই তারকাকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় চাইছেন মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা। দিমিত্রি, গ্রেগ দু'জনেই চোটের কারণে মাঠে নামতে পারছেন না। স্টুয়ার্ট প্রায় একমাস পর গত ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কিছু সময় খেলেন। ম্যাচে স্কটিশ প্লে-মেকারকে পুরো ফিট মনে হয়নি। তাই মোলিনার নির্দেশে ফিজিওর সঙ্গে দুই তারকার আলাদা অনুশীলন। ডার্বির আগে মোহনবাগানের কোনও ম্যাচ নেই। ১১ জানুয়ারি শনিবারই বড় ম্যাচ। তার আগে দুই তারকাকে ফিট করে তোলার চেষ্টা ম্যানেজমেন্টের।

রান উৎসব

প্রতিবেদন: ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বিএফ ব্লকের মাঠে শুরু হল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বিধায়ক সব্যসাচী দত্তর নেতৃত্বে লেগাসি একাদশ এবং অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের নেতৃত্বে টলিউড তারকাদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ দিয়ে শুরু হল অ্যাকাডেমি। এদিকে, বিধাননগর মহেশ্বরী সভা এবং বিধাননগর মহেশ্বরী যুব সমিতির উদ্যোগে 'রান উৎসব' আয়োজিত হয়। দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত।

সন্তোষ জয় বাবাকে উৎসর্গ করলেন রবি

সুনীতা সিং • বর্ধমান

একটা রাতের জন্য রবিবার সকালে বাড়ি ফিরলেন রবি হাঁসদা। মঙ্গলকোটের নিগন গ্রাম পঞ্চায়েতের মশারু গ্রামে পা রাখতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। রবিকে আদিবাসীদের সংস্কৃতি মেনে বরণ করে গ্রামবাসীরা নিয়ে এলেন বাড়িতে। ৩৩ বছর পর বাংলার মুকুটে সন্তোষ ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর রবি জানালেন, অসাধারণ অনুভূতি। বিশেষ করে, এই জয়ের পর বাড়ি আসার জন্য ছটফট করছিলাম। তবে এখন অনেক কাজের চাপ। তাই রবিবার রাতটা কাটিয়েই তাঁকে ফিরতে হবে কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ ট্রফি জয়ের প্রত্যেককে সরকারি চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিন রবি জানিয়েছেন, ফর্ম ফিলআপ হয়ে গেছে। ১ মাসের মধ্যে চাকরি হবে বলে জানিয়েছে। রবি জানিয়েছেন, সম্ভবত পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে। একমাসের মধ্যেই। একইসঙ্গে এরপর কোন ক্লাবের হয়ে খেলবেন তা নিয়েও অনেকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। রবি জানিয়েছেন, তাঁর এই জয় তিনি তাঁর প্রয়াত বাবা ছাড়াও মা এবং কাকাদের উৎসর্গ করছেন। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য রবির পরামর্শ, মোবাইল কম ঘাঁটলে ভাল। খেলাধুলা করতে হবে। আদিবাসী সমাজের ছেলেমেয়েদের জন্যও তাঁর আবেদন, ভাল করে মন দিয়ে খেলো। একাধিক অ্যাকাডেমি রয়েছে কলকাতায়। অনূর্ধ্ব ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫-তে অনেক সুযোগ রয়েছে। ভাল করে নিজেকে তৈরি করতে পারলে সুযোগ পাবেই। এদিন সকালে রবি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাসন্তানকে নিয়ে মশারু গ্রামে পা রাখতেই তাঁকে আদিবাসী সংস্কৃতি মেনে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। আদিবাসী ধামসা মাদলের তালে তালে তাকে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে বাড়ি নিয়ে যান গ্রামের মানুষেরা। এরই পাশাপাশি এদিন রবিকে দেখতে আশপাশের এলাকার মানুষও ভিড় করেন মশারু গ্রামে। এক মুহূর্তে রবির ছটায় আলোকিত হয়ে গেল মশারু।

লেয়নডস্কি জেতালেন বার্সাকে

মাদ্রিদ, ৫ জানুয়ারি : কোপা দেল রে টুর্নামেন্টে সহজ জয় পেল বার্সেলোনা। স্প্যানিশ ফুটবলের পঞ্চম বিভাগের দল ইউডি বারবাস্ট্রোকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে কাতালান জায়ান্টরা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক রবার্ট লেয়নডস্কি।

চলতি মরশুমে শুরুটা দুরন্ত করেও হঠাৎ করেই ছন্দ হারিয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগায় শীর্ষস্থান খুইয়ে নেমে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে। এই পরিস্থিতিতে বড় ব্যবধানে জয় আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনবে বার্সা শিবিরে। আগাগোড়া দাপটের সঙ্গে খেলে প্রথমার্ধেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। ২১ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন এরিক গার্সিয়া। প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েই দারুণ খেলেছেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। ৩১ মিনিটে লেয়নডস্কির গোলে ২-০। বিরতির পর বিপক্ষের উপর আরও দু'টি গোল চাপিয়ে দেয় বার্সেলোনা। ৪৭ মিনিটে ৩-০ করেন লেয়নডস্কি। ৫৬ মিনিটে পাবলো তোরের গোলে ৪-০ করে জয় নিশ্চিত করে বার্সা।

মাঠে ময়দানে
6 January, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্রিকেট জীবনে যতজন বোলারকে খেলেছি, তাদের মধ্যে বুমরাই সেরা: উসমান খোয়াজা

সিরিজ গেল, হাতছাড়া টেস্ট ফাইনালও

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : হার যখন একদম নিশ্চিত, তখন এই ম্যাচের অধিনায়ক এসে বসলেন সিরিজের অধিনায়কের পাশে। রোহিত ও বুমরা মিলে দেখলেন কীভাবে একটা সিরিজ ও টেস্ট ফাইনালে খেলার স্বপ্ন একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জেতার সঙ্গে সিরিজও ২-১-এ জিতে নিল। ফলে এরপর আর লর্ডসের ফাইনালে ওঠার কোনও অঙ্কই পড়ে থাকল না গম্ভীরদের সামনে।

দশ বছর পর ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। কামিন্স সিরিজের আগে বলেছিলেন, যেভাবেই হোক এবার জিততে হবে। তাতে তাঁরা সফল। কিন্তু গম্ভীরের হাতে পড়া দলের কী হবে? ছ'মাস হল হেড কোচ হয়ে এসেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারত ১০টি টেস্টের মধ্যে ৬টিতে হেরেছে। তাঁর আগে যাঁরা ভারতীয় দলের কোচ হয়েছিলেন, তাঁদের কারও এমন ভয়ঙ্কর রেকর্ড নেই। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে কার হাতে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট?

সবার আগে এটা ভাবা উচিত যে, রোহিত শর্মা সরে যাওয়ার পরও ভারতীয় ক্রিকেট পড়ে থাকল ব্যর্থতার অন্ধকারে। অনেকের মনে হচ্ছে, রোহিত সিডনিতে খেললেই ভাল হত। বড় প্লেয়াররা বড় আসরে জ্বলে ওঠে। রোহিতও হয়তো রান করতেন। পার্থক্য গড়ে দিতেন। তাঁর জায়গায় যিনি খেললেন, সেই শুভমন গিল দুই ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু শুধু শুভমনের দিকে আঙুল তুলেই বা কী হবে। গোটা টপ অর্ডারই তো নাস্তানাবুদ হয়েছে স্কট বোলান্ডের হাতে। হ্যাজলউড চোট না পেলে বোলান্ড খেলতে পারতেন না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হ্যাজলউডও এমন বোলিং করতে পারতেন না।

যশস্বী পারথে দারুণ ইনিংস খেলার পর সেই যে স্টার্ককে স্লেজিং করলেন, তারপর থেকে রান করার বদলে এটাই করে গেলেন! কখনও কনস্টাস, কখনও অন্য কেউ। রাহুলও ভাল শুরু করে হারিয়ে গেলেন। বিরাট নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আর শব্দ বাড়ানোর দরকার নেই। কিন্তু গম্ভীরের জন্য কিছু প্রশ্ন উঠছে। তিনি দায়িত্ব নিয়ে আসার পর বলেছিলেন, সবাইকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। তাহলে সেখান থেকে উঠে আসা অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, দেবদূত পারিকালের বেলায় চোখ বুজে থাকলেন কেন? সরফরাজ এত ভাল অভিষেক করলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় একটি টেস্টেও খেলার সুযোগ পাননি!

স্টার্ককে জয়ের অভিনন্দন বুমরার। সিডনিতে রবিবার পঞ্চম টেস্ট শেষ হওয়ার পর।

সিরিজ হেরে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় কোচ রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। যেহেতু তিনি নিজে বসে গিয়ে শুভমনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কোচ দাবি করলেন, সবকিছুই দলের স্বার্থে। কিন্তু এবার তাঁর দিকে প্রশ্ন উঠবে না কেন? রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়রা যা পারেননি, গম্ভীর সেই জায়গায় নামিয়ে দিলেন ভারতীয় দলকে। এই প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা হল না ভারতের। অধিনায়ক যদি দলের স্বার্থে সরে দাঁড়াতে পারেন, তাহলে কোচ ব্যর্থতার দায় নেবেন না কেন? ফুটবলে যেমন হয়। ক'দিন আগে ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরতে হয়েছে ম্যান ইউয়ের কোচ টেন হ্যাগকে।

সকালে ১৫৭ রানে শেষ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। জাদেজা (১৩), ওয়াশিংটন সুন্দর (১২), মহম্মদ সিরাজ (৪), জসপ্রীত বুমরা (০) কেউ ইনিংসকে টেনে নিয়ে যেতে পারেননি। বিধ্বংসী বোলান্ড ৪৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে গেলেন। ম্যাচে ১০ উইকেট। এরপর অস্ট্রেলিয়া ২৭ ওভারে ১৬২-৪ করে ৬ উইকেটে জয় হাসিল করে নিয়েছে। খোয়াজা ৪১ রান করেছেন। শেষদিকে ট্রাভিস হেড ৩৪ ও বিউ ওয়েবস্টার ৩৯ নট আউট থেকে জয়ের রাস্তা পরিস্কার করে দেন। তবে ব্যাট হাতে তিনটি বল কাটিয়ে গেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে বল করেননি সিরিজ সেরা বুমরা। ব্যাক স্প্যাজম হওয়ায় তাঁকে বিশ্রামেই থাকতে হচ্ছে।

এদিন বুমরা না থাকায় অস্ট্রেলিয়ার কাজ সহজ হয়েছিল। গোটা সিরিজেই লড়াই হয়েছে বুমরা বনাম অস্ট্রেলিয়ার। আর এই সিরিজে দেখা গিয়েছে ভুলে ভরা দল নির্বাচন, তারকাদের নিজের খেলা খেলতে না পারা, ভুল শট নির্বাচন ইত্যাদি। এখন এটা পরিষ্কার যে আকাশ দীপের মতো ছন্দে থাকা বোলারকে শুরুতে বসিয়ে রেখে হর্ষিতকে খেলানো ঠিক হয়নি। শেষ দুই টেস্টে ঘাসের উইকেটে দুই স্পিনার কোন কাজে লাগল, সেটাও প্রশ্ন। সিডনিতে কত ওভার বল করেছেন জাদেজা ও ওয়াশিংটন? নীতীশ রেড্ডি সেঞ্চুরির পরেই যেভাবে হারিয়ে গেলেন, তাতে সঞ্জয় মঞ্জরেকর তাঁকে ইন্টারভিউ দেওয়া কমাতে বলেছেন। তবু নীতীশ ভাল শুরু করেছিলেন। কয়েকজন তারকার শুরু ও শেষ, কোনওটাই ভাল হয়নি।

হাতছাড়া সিরিজ। টেস্ট ফাইনাল খেলার স্বপ্নও শেষ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে রোহিত।

ভারত (প্রথম ইনিংস) ১৮৫, **অস্ট্রেলিয়া** (প্রথম ইনিংস) ১৮১, **ভারত** (দ্বিতীয় ইনিংস): (১৪১/৬-এর পর) রবীন্দ্র জাদেজ ক ক্যারি বো কামিন্স ১৩, ওয়াশিংটন সুন্দর বোল্ড কামিন্স ১২, মহম্মদ সিরাজ ক খোয়াজা বো বোল্যান্ড ৪, জসপ্রীত বুমরা বোল্ড বোল্যান্ড ০, প্রসিধ কৃষ্ণ নট আউট ১। অতিরিক্ত: ৮। মোট (৩৯.৫ ওভারে অল আউট): ১৫৭ রান। বোলিং: মিচেল স্টার্ক ৪-০-৩৬-০, প্যাট কামিন্স ১৫-৪-৪৪-৩, স্কট বোল্যান্ড ১৬.৫-৫-৪৫-৬, বিউ ওয়েবস্টার ৪-১-২৪-১। **অস্ট্রেলিয়া** (দ্বিতীয় ইনিংস): স্যাম কনস্টাস ক ওয়াশিংটন বো প্রসিধ ২২, উসমান খোয়াজা ক পন্থ বো সিরাজ ৪১, মার্নাস লাবুশেন ক যশস্বী বো প্রসিধ ৬, স্টিভ স্মিথ ক যশস্বী বো প্রসিধ ৪, ট্রাভিস হেড নট আউট ৩৪, বিউ ওয়েবস্টার নট আউট ৩৯। অতিরিক্ত: ১৬। মোট (২৭ ওভারে ৪ উইকেটে): ১৬২ রান। বোলিং: মহম্মদ সিরাজ ১২-১-৬৯-১, প্রসিধ কৃষ্ণ ১২-০-৬৫-৩, নীতীশ রেড্ডি ২-০-১০-০, ওয়াশিংটন সুন্দর ১-০-১১-০।

পুরস্কার মঞ্চে ব্রাত্য, তোপ গাভাসকরের

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : নাম বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। অথচ রবিবার সিডনি টেস্টের পর পুরস্কার মঞ্চে অ্যালান বর্ডার উপস্থিত থাকলেও, উপেক্ষিত রইলেন সুনীল গাভাসকর। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতে ট্রফি তুলে দেন বর্ডার। অথচ ধারাভাষ্য দিতে মাঠে উপস্থিত থাকা গাভাসকরকে মঞ্চে ডাকা হয়নি। এই প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ সানির বক্তব্য, ‘‘ট্রফি দেওয়ার সময় মঞ্চে থাকতে পারলে খুশি হতাম। রেজাল্ট যাই হোক না কেন, এটা তো বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দুই দেশই এই ট্রফির সঙ্গে জড়িত। এটুকুই বলতে চাই, আমি মাঠেই ছিলাম। অস্ট্রেলিয়া ভাল খেলে ট্রফি জিতেছে। ভারতীয় বলেই আমি ট্রফি তুলে দেওয়ার সুযোগ পেলাম না।’’

গাভাসকর মুখ খোলার পরেই বিতর্ক থামাতে ভুল স্বীকার করে নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাদের বক্তব্য, ‘‘পুরস্কার মঞ্চে বর্ডারের সঙ্গে গাভাসকরকেও রাখা উচিত ছিল। আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম, ভারত জিতলে গাভাসকর পুরস্কার দেবেন। যেহেতু অস্ট্রেলিয়া জিতেছে তাই বর্ডার ট্রফি তুলে দিয়েছেন।’’

এখন মনে হচ্ছে এই কোচেদেরই বদলে ফেলা উচিত

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হারের জন্য ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফের দিকে আঙুল তুলছেন গাভাসকর। তাঁর সাফ কথা, ‘‘কোচিং স্টাফদের ভূমিকা কী! নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমরা ৪৬ রানে অল আউট হয়েছিলাম। তখনই বোঝা গিয়েছিল দলের ব্যাটারদের কী অবস্থা। তাহলে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে কোচের কী করল! কেন কোনও উন্নতি হল না?’’

গাভাসকর আরও বলেছেন, ‘‘সবাই ব্যাটারদের দোষ দিচ্ছে। ওদের প্রশ্ন করছে। আমার তো মনে হয়, কোচিং স্টাফকেও প্রশ্ন করা উচিত, তোমরা এই ছয় মাসে কী করলে? ভাল বোলারদের কীভাবে সামলাতে হবে, সেই পরিকল্পনা কোচেরা কেন করেনি? ওরা শুধু ব্যাটিং অর্ডার বদলে গিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে কোচদেরই বদলে ফেলা উচিত। ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে রঞ্জি ট্রফির পরের পর্ব। দেখা যাক, জাতীয় দলের কতজন ক্রিকেটার খেলে। এবার গম্ভীরের উচিত কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া।’’